জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

এসএসসির ইন্টারভিউ

আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ-এর শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ। বিজ্ঞপ্তি জারি কমিশনের। প্রথম ইন্টারভিউ বাংলা ও ইংরেজির। অঞ্চলভিত্তিক ইন্টারভিউ হবে

ফের ঘূর্ণাবর্ত

পুবের হাওয়ার প্রভাব পড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সপ্তাহান্তে বঙ্গোপসাগরে ফের একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা

শস্যবিমা নিয়ে নবান্নে বৈঠক চাষিদের পাশে কৃষি দফতর

মাদ্রাসা নিয়োগে রাজ্যকে এড়ানোয় বিস্মিত সুপ্রিম কোর্ট চেয়ে পাঠাল নথি

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭৫ ● ২০ নভেম্বর, ২০২৫ ● ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue 175 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 20 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs 4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

২৯ মৃত্যু ■ কেন্দ্র-কমিশনকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রত্যাহার করুন 'সার'

প্রতিবেদন : নির্ধারিত স্বল্প সময়ে তড়িঘড়ি করে এসআইআর করা হচ্ছে। ফলে অত্যধিক কাজের চাপ। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে ভয়ের পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে অপরিকল্পিত এসআইআর বাংলায় কেড়ে নিয়েছে ২৮ প্রাণ। বুধবার জলপাইগুড়ির মালবাজারে আত্মঘাতী হয়েছেন বিএলও শান্তিমণি এক্কা। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গর্জে উঠেছেন কেন্দ্র ও কমিশনের বিরুদ্ধে। আওয়াজ তুলেছেন, এই অপরিকল্পিত এসআইআর বন্ধ করুন। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং দুঃখিত। আবারও, আমরা জলপাইগুড়ির মালে একজন বুথ লেভেল অফিসারকে হারিয়েছি। শান্তিমণি এক্কা একজন আদিবাসী মহিলা। তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছিলেন। এসআইআরের কাজের অসহনীয় চাপের ফলে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যেই ২৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। (মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে লেখার পরেই আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন ৫৭ বছরের শফিকুল মণ্ডল।

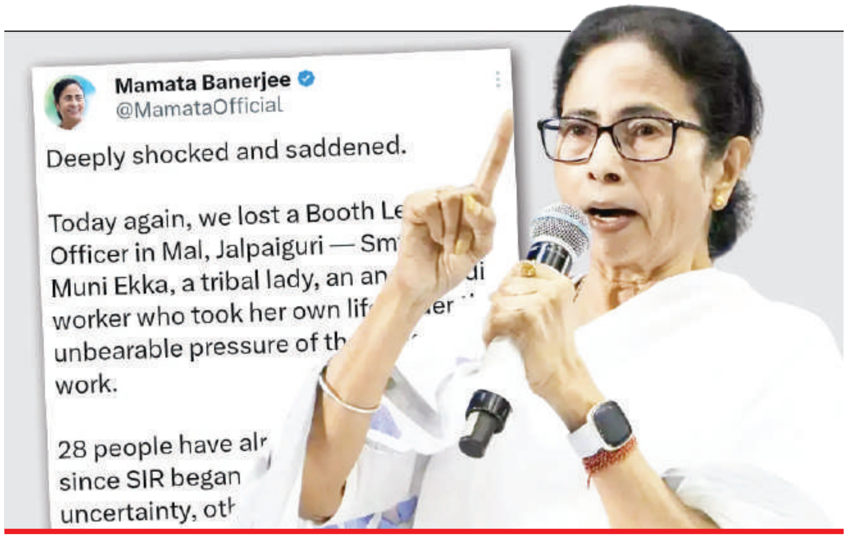

অর্থাৎ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৯) কেউ ভয় এবং অনিশ্চয়তার কারণে বেছে নিয়েছেন মৃত্যুকে। আবার কেউ অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত উপায়ে এসআইআর করছে। যার ফলে কাজের প্রবল চাপ পড়েছে বিএলও-দের উপর এবং হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান জীবন। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আগে যে প্রক্রিয়ায় ৩ বছর সময় লাগত, (এরপর ১০ পাতায়)

ভুল নথিতে বাতিল হয়ে যাবে প্রার্থিপদ

প্রতিবেদন : এসএসসিতে একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ভুল তথ্য ও নথি নিয়ে কড়া অবস্থান নিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বুধবার আদালতে এসএসসির পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও নথিতে গরমিল পাওয়া গেলে প্রার্থিপদ বাতিল করা হবে। আগামী ৩ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

একাদশ-দ্বাদশে নিয়োগ প্রক্রিয়া নথি বাছাই পর্ব শুরু হয়েছে। ভুল তথ্য ও নথি দিয়ে যাতে কোনও 'অযোগ্য' নাম ঢুকে না পড়ে এসএসসি এই বিষয়ে বিশেষ

কোর্টে এসএসসি

সতর্ক। যাতে কোনও দাগি প্রার্থী নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে না পারেন, সেজন্য সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ রয়েছে। সেইমতো তাঁর নাম বাদ দিতে হবে। ঠিক সেই কাজটাই সুচারুভাবে করা হচ্ছে বলে হাইকোর্টে জানিয়ে দিয়েছে এসএসসি।

প্রসঙ্গত, চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, পুরো নম্বর পেয়েও নতুন পরীক্ষার্থীদের অনেকে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি। কেউ কেউ আবার প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে অতিরিক্ত ১০ নম্বর পেয়ে গিয়েছেন। একই সঙ্গে, কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী অভিযোগ করেছিলেন, অনেক দাগি প্রার্থীকে নতুন পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ইন্টারভিউ তালিকাতেও এমন চারজনের নাম রয়েছে। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এককেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

মা

চোখের মণিতে
জমেছে এক ঝাঁক কুয়াশা
অথচ পর্দা দিয়ে
পড়ছে না জল।
মনের মাঝারে
বিরহ কারার
সর্ব দেহে অশান্ত-অশান্তি
শূন্য অন্তর-বাহার।
অঙ্কনে নেই রং
চলছে না তুলি
রেখাগুলো মেঘে ঢাকা
কুয়াশাতে ভরা কালি।
সবই পড়ে আছে
নেই শুধু মা...!
আমি যে আমার
বড় যন্ত্রণা।

এসআইআরকে সামনে রেখে বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে হাওড়ায় মহামিছিল।

আতঙ্কে আত্মহত্যা বাদুড়িয়ার প্রৌঢ়ের

শফিকুল মণ্ডল

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে রাজ্যে আত্মহত্যা অব্যাহত। এবার ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া। পরিবারের অভিযোগ এসআইআর-আতঙ্কেই আত্মহত্যা করেছেন বাদুড়িয়ার যদুরহাটির বাসিন্দা শফিকুল মণ্ডল (৫৭)। জানা গিয়েছে, যদুরহাটিতে শফিকুলদের পরিবার ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করেছে। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন শফিকুল। এবং সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর কাগজপত্রের সঙ্গে সন্তানদের বয়সের সমস্যা রয়েছে, নামের বানানেও ভুল রয়েছে। এই নিয়েই কয়েকদিন ধরে রীতিমতো চিন্তায় ছিলেন ওই প্রৌঢ়। (এরপর ১২ পাতায়)

প্রবল কাজের চাপে আত্মঘাতী বিএলও

আদিবাসী পরিবারের পাশে তৃণমূল

শান্তিমণি এক্কা

প্রতিবেদন : এসআইআরের অত্যধিক কাজের চাপে এবার আত্মঘাতী হলেন বিএলও। ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার। বুধবার সকালে বাড়ির উঠোন থেকে উদ্ধার হয় মহিলা বিএলও-র ঝুলন্ত দেহ। মৃতের পরিজনেরা এসআইআরের কাজে অত্যধিক চাপ দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন কমিশনের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম শান্তিমণি এক্কা। মালবাজারের রাঙামাটি পঞ্চায়েতের বাসিন্দা শান্তিমণি ওই এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। (এরপর ১২ পাতায়)

মৃত বিএলও-র বাড়িতে বুলুচিক বড়াইক। বুধবার।

বোসের বিরুদ্ধে এফআইআর কল্যাণের

প্রতিবেদন : রাজ্যপাল-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘাত চরমে উঠল! বুধবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় রাজ্যপাল বোসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বুধবার হেয়ার স্ট্রিট থানায় শাস্তিযোগ্য অপরাধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ধারা ১৭৩(১)-এর অধীনে আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে চিঠি দেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠিতে তিনি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ৬১, ১৫২, ১৯২, ১৯৬ ও ৩৫৩-র উল্লেখ করেন। সেখানে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিদ্রোহ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে উত্তেজিত করার জন্য কিছু বিবৃতি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন কল্যাণ। (এরপর ১০ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯২১
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯২১-১৯৯৩)

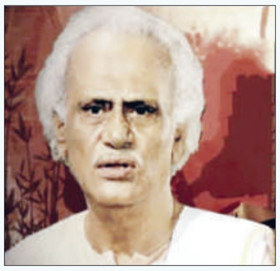

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কথা বললেই মনে আসে— ‘কেদার রায়’ নাটকের কার্ভালো, ‘বিসর্জন’-এর জয়সিংহ, ‘আরোগ্য নিকেতন’-এর শশী, ‘ক্ষুধা’র সদা কিংবা চলচ্চিত্রের গনশা (‘বরযাত্রী’), কাশিম (‘লৌহকপাট’), প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাস (‘পরশপাথর’), বিমল (‘অযান্ত্রিক’), ওয়াংলু (‘নীল আকাশের নীচে’), হকার (‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’), ফণীভূষণ (‘তিনকন্যা/ মণিহারা’), বানোয়ারি (‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’), বাদশা (‘বাদশা’)-র মতো আরও অনেক চরিত্রের কথা। এইসব চরিত্রের আড়ালে রয়ে গিয়েছেন সাম্যবাদী, দরদি, আত্মভোলা, চঞ্চলমতি মানুষ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে আজও তেমন করে চেনা হয়নি বাঙালির।

১৯১০
লিও তলস্তয়
(১৮২৮-১৯১০)

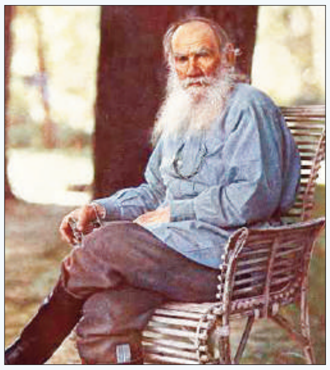

এদিন পরলোক গমন করেন। খ্যাতিমান রুশ লেখক। তাঁকে রুশ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, এমনকী বিশ্ব সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। সাহিত্যবোদ্ধাদের মতে, তলস্তয়ের তিনখানি রচনা ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’, ‘আনা কারেনিনা’ ও ‘রেজারেকশন’ মহোত্তম উপন্যাসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; বিশেষ করে ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরীতি তাঁর সর্বোত্তম রূপসৃষ্টি। এ বইটিকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়। এইগুলির সঙ্গে নিশ্চয়ই যুক্ত হবে তাঁর ‘২৩টি গল্প’ এবং ‘হোয়াট ইজ আর্ট’ নামের তাৎপর্যপূর্ণ রচনাসম্ভার।

১৯৯২ উইন্ডসর ক্যাসেল

এদিন ইংল্যান্ডের বার্কশায়ার উইন্ডসর ক্যাসেলে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ১১৫টি ঘর পুড়ে যায়। তবে অমূল্য শিল্পকীর্তিগুলির কোনও ক্ষতি হয়নি। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা সারাতে প্রায় পাঁচ বছর লেগেছিল।

১৮৩৩
সেন্ট টমাস গির্জা

এদিন উদ্বোধন করেন বিশপ উইলসন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাছে অবস্থিত। ফলে লোকমুখে এটির প্রচলিত নাম হয়ে যায় ফ্রি স্কুল চার্চ।

১৯৭৫
ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো

(১৮৯২-১৯৭৫) এদিন মারা যান। ১৯৩৬-১৯৭৫ তিনি ছিলেন স্পেনের স্বৈরশাসক। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি ফ্যাসিবাদী ইতালি ও নাৎসি জার্মানির মদতপুষ্ট জাতীয়তাবাদী বাহিনীর প্রধান হিসেবে স্পেনের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেন।

১৯৫৪
শিশুদিবস

এদিন রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়— প্রতিটি দেশে প্রত্যেক বছর এই দিনটি আ ন্ত র্জা তি ক শিশুদিবস হিসেবে পালিত হবে। বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাঁচ বছর পর ১৯৫৯-এর এই দিনটিতেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা গৃহীত হয়।

কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেস ও সমস্ত শাখা সংগঠনের আয়োজনে বাংলা ও বাঙালির অহংকার রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অসম্মানজনক ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার শ্রীরামপুর বটতলা থেকে গলাপোলের কাছে গুরুবাড়িতে অবস্থিত তাঁর মামাবাড়ি পর্যন্ত প্রতিবাদ-মিছিলে শামিল শ্রীরামপুরের তৃণমূল সভাপতি সন্তোষ সিং, যুব সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৬১

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. নৃত্যবিশেষ ৪. দরকারি জিনিস ৬. দূতী ৭. দুষ্টবুদ্ধি, কুবুদ্ধিযুক্ত ৯. নগদ ১২. অভিমুখ, সমক্ষ ১৩. তাসের এক রং ১৪. দাঁতালো।

উপর-নিচ : ১. আত্মীয়স্বজন ২. হেলন, কাত হওয়ার ভাব ৩. অশরীরী ৫. যুদ্ধ, সমর ৮. (আল.) হাড়ে হাড়ে বদমাশ ১০. গর্ব, জাঁক ১১. গল্পলেখক ১২. হুকুমনামা, আদেশপত্র।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৬০ : পাশাপাশি : ১. তছরুপ ৩. উধস্য ৫. জনি ৭. ত্বরিত ৮. নভস্থ ১০. অমর ১২. তির্যক ১৪. শব ১৭. গুজিয়া ১৮. ইত্তিহাদ। **উপর-নিচ :** ১. তনুজ ২. পঞ্চত্ব ৩. উর্ধ্বতন ৪. স্যন্দ ৬. নিয়ম ৯. ভবেশ ১১. রতিক্রিয়া ১৩. কলাই ১৫. বনেদ ১৬. লাগু।

১৯ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৬৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৬৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৭	৮৮.০৫
ইউরো	১০৩.৪৯	১০২.১০
পাউন্ড	১১৭.৩৩	১১৫.৪০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাইমা সেন, পিতৃস্মৃতিতে

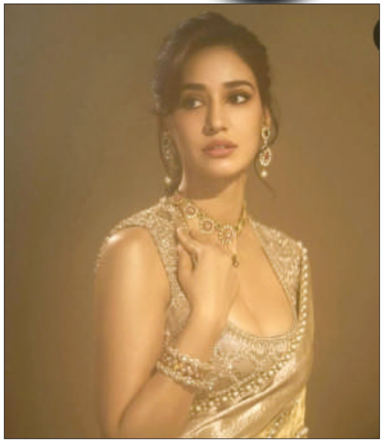

■ দিশা পাটানি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
২০ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

20 November, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কুয়াশায় ঢাকল ভোরের কলকাতা

বালিতে যুব তৃণমূলের উদ্যোগে প্রতিবাদ-মিছিলে মানুষের ঢল

বাংলার প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতেই বিজেপির এসআইআর-চক্রান্ত : স্নেহাশিস

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাংলার প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে তাড়াহুড়ো করে এই রাজ্যে এসআইআর করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যের একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়লে আমরা আমাদের দলের সর্বভারতীয় নেতা ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করব। রাজপথে নেমে আন্দোলন হবে। বুধবার বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ও হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে এসআইআর-চক্রান্তের প্রতিবাদে আয়োজিত মহামিছিলে যোগ দিয়ে একথা বলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ঘুসুড়ি সরকারি কোয়ার্টারের সামনে থেকে শুরু হয়ে বেলুড় মঠের কাছে এসে শেষ হয় মিছিল। মিছিলে পা মেলান মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, যুবনেতা কৈলাস মিশ্র, বালি কেন্দ্র তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বালি কেন্দ্র যুব তৃণমূল সভাপতি সুরজিৎ চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলর রিয়াজ আহমেদ, তফজিল আহমেদ-সহ অন্যরা। মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ২০০২-এ এসআইআর এত তাড়াহুড়ো করে করা হয়নি। এবার যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেই এটা করা হচ্ছে। বাংলার মানুষকে হয়রান করতে এটা বিজেপির পরিকল্পনা। বাংলার মানুষের ন্যায্য বকেয়া পাওনা আটকে রেখেছে, ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না। অথচ এসআইআরের নামে বাংলার মানুষকে হয়রান করে চলেছে। এর যোগ্য জবাব বাংলার মানুষ ওদের দিয়ে দেবে। মিছিলের শেষে মন্ত্রী বলেন, নোটবন্দি থেকে শুরু এসআইআর পর্যন্ত বারে-বারে দেশবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহেরা। মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন। আমরা স্পষ্ট বলছি, রাজ্যের একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরাও চুপ করে থাকবো না। আমাদের প্রতিবাদ আন্দোলন হবে দিল্লির রাজপথে।

■ বালিতে এসআইআর চক্রান্তের প্রতিবাদ-মিছিলে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, কৈলাস মিশ্র, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরজিৎ চক্রবর্তী-সহ কর্মী-সমর্থকেরা। বুধবার।

২৬ নভেম্বর থেকে শুরু ইন্টারভিউ

একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগ

প্রতিবেদন : আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইন্টারভিউ নেওয়ার দিন প্রকাশ করল এসএসসি। এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এসএসসি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই একাদশ ও দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নথি যাচাইয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। তাই আঞ্চলিকভাবেই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। এর ফলে প্রক্রিয়া দ্রুত হবে বলে জানাচ্ছে কমিশন। কাজের সুবিধার জন্য এসএসসি-র পাঁচটি অঞ্চল রয়েছে। সেগুলি হল উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে নথি যাচাই প্রক্রিয়া। প্রথম দিন ডাকা হয়েছিল ৭০০ জন প্রার্থীকে। বুধবার দ্বিতীয় দিনে ডাকা হয়েছে প্রায় ১২০০ জন প্রার্থীকে।

১৩,৪২১ পদে শুরু আবেদনের প্রক্রিয়া

প্রতিবেদন : রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে নতুন দিশা। এসএসসির পর প্রাথমিকে নিয়োগের জন্য বুধবার থেকে পোর্টাল খুলল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এদিন দুপুর তিনটের পর থেকে পর্ষদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারছেন চাকরিপ্রার্থীরা। অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চলবে আগামী ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এরপরেই ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। কোন জেলায় কত শূন্য পদ রয়েছে, কোন কোন বিষয়ে কত শিক্ষক নিয়োগ হবে, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে পর্ষদ। মোট ১৩,৪২১টি শূন্য পদের জন্য বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছে পর্ষদ। পার্শ্ব শিক্ষকদের জন্য শূন্যপদের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এই বছরই প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ হবে রাজ্য জুড়ে। জেলায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করল।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল আগেই জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ১৩,৪২১টি শূন্য পদ রয়েছে। সেইগুলি পূরণ করার জন্যই শুরু হচ্ছে নিয়োগ। স্কুলে স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই আপার প্রাইমারি স্তরের নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার একটি স্বচ্ছ নিয়োগ এবং কর্মসংস্থান হবে বলে শিক্ষা দফতর আশাবাদী।

ফের কলকাতা পুলিশের বড়সড় সাফল্য

৭৯ লক্ষের সাইবার প্রতারণায় রাজকোট থেকে গ্রেফতার শিক্ষক-সহ ৩ অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : মোদি-রাজ্য গুজরাত থেকে সাইবার প্রতারণায় অভিযুক্ত অর্থনীতির শিক্ষক-সহ তিনজনকে জালে পুরল কলকাতা পুলিশ। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের নাম করে কলকাতার এক প্রবীণ নাগরিকের ৭৯ লক্ষ টাকা প্রতারণা করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ পেল বড়সড় সাফল্য। গুজরাতের রাজকোট থেকে অর্থনীতির শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়।

এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। মূল অভিযুক্ত ভারু রবিকান্ত বকুল গোপাল ভাই অর্থনীতির শিক্ষক। ওই শিক্ষকের ছাত্র সনদারভা জিলেস নরেন্দ্রভাই ও এক ব্যবসায়ী চাংদেরা বিপুল কুমার বান্না ভাইকেও গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, কলকাতার এক প্রবীণ নাগরিককে ফোন করে বলা হয়, তাঁর বেশ কিছু ব্যাঙ্কের ট্রানজাকশন অনুযায়ী বিভিন্ন অপরাধীদের কাছে টাকা পৌঁছেছে। তাই তদন্তের স্বার্থে মুম্বই পুলিশ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাঁকে জানানো হয় মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে ফোন করা হয়েছে। এখন তাঁর ব্যাঙ্কের বাকি টাকা আরবিআইয়ের নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে হবে। তারপর তাঁকে দিয়ে ৭৯ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করানো হয়। এভাবে মুম্বই ব্রাঞ্চের পুলিশ সেজে টাকা হাতিয়ে নেয় সাইবার প্রতারকরা। এই ঘটনার তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। গুজরাতে হানা দিয়ে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা তিন সাইবার প্রতারককে গ্রেফতার করে। তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতার আনা হচ্ছে।

শীতের কাঁটা পুবালি হাওয়া

প্রতিবেদন : রাজ্যে গত কয়েকদিন ধরে অবাধে প্রবেশ করছে পুবালি হাওয়া। আর এতেই পশ্চিমি শীতল হাওয়া মুখ ঘুরিয়েছে রাজ্য থেকে। ফলে বাড়ছে তাপমাত্রা। রাত ও দিন দুই তাপমাত্রাই ঊর্ধ্বমুখী। একইসঙ্গে প্রবেশ করছে জলীয় বাষ্প। ফলে অস্বস্তিও বাড়ছে। সপ্তাহান্তে বঙ্গোপসাগরে ফের একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা পরবর্তী কালে নিম্নচাপে পরিণত হবে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝা কাটলেও নয়া এই নিম্নচাপের সম্ভাবনায় আপাতত শীত আসছে না। অন্তত নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই, বলছে আবহাওয়া দফতর। এই ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী দু-এক দিন সিকিম-সহ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

■ সাংসদ তহবিলে ২ কোটি টাকার সৌরবাতি, ৪০ লক্ষ টাকার কমিউনিটি সেন্টার এবং ১০ লক্ষ টাকার রাস্তার উদ্বোধন হল দেগঙ্গায়। উদ্বোধন করেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি-সহ অন্যেরা।

সহানুভূতি স্কলারশিপ

প্রতিবেদন : বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের জন্যেও রয়েছে রাজ্যের সহানুভূতি স্কলারশিপ। এই স্কলারশিপে পাওয়া যাবে বার্ষিক ১২ হাজার টাকা। নবম থেকে কলেজ পড়ুয়াদের জন্যই এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এ-বছর এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করার শেষ দিন আগামী ২৮ নভেম্বর। এই স্কলারশিপে আবেদন করার জন্য বেশ কিছু মাপকাঠি পূরণ করতে হবে আবেদনকারীকে। পূর্ববর্তী ক্লাসে পড়ুয়াকে অবশ্যই ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, অস্থি সংক্রান্ত যে কোনও প্রতিবন্ধী বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে হবে। ৪০% প্রতিবন্ধকতা থাকতে হবে। থাকতে হবে প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র। পারিবারিক আয় হতে হবে বার্ষিক ২ লাখ টাকার নিচে। সমস্ত ক্রাইটেরিয়া পূরণ হলে ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে। এরপর সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ১২০০০ টাকা ভাতা পাবেন সেই পড়ুয়া।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চক্রান্ত রুখব

সপ্তাহ দুয়েক শুরু হয়েছে বাংলায় এসআইআর। যত দিন যাচ্ছে তত প্রমাণিত হচ্ছে এসআইআরের মধ্যে রয়েছে কতখানি চক্রান্ত। ভোটার তালিকায় নাম তোলার অজুহাতে সাধারণ নাগরিকদের মনের মধ্যে যে চাপ তৈরি করা হয়েছে তা আসলে কোনও সুস্থ সমাজব্যবস্থায় দেখা যায় না। বিজেপির নির্দেশে কমিশনের এই পদক্ষেপে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সমস্ত বৈধ ভোটারের মনের মধ্যে। হিসেব বলছে বুধবার রাত অবধি এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয়টি বুধবার সামনে এসেছে, তা হল প্রবল কাজের চাপে এক মহিলা বিএলও কর্মীর আত্মহত্যা। এই ঘটনা এসআইআরের ভয়াবহ পরিণতির ছবি। যেভাবে দু'বছরের কাজ দু'মাসে করার জন্য কমিশন ক্রমান্বয়ে চাপ দিয়ে চলেছে কর্মীদের উপর তাতে কখনওই নির্ভুল ভোটার তালিকা হতে পারে না। তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। আপডেড করা তথ্য অর্ধেক দেখা যাচ্ছে না নির্দিষ্ট ভোটারের পোর্টালে। আসলে এসআইআরকে কেন্দ্র করে এমন একটা জগাখিচুড়ি পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি যাতে এই ফাঁকতালে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যায়! একেবারে পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। কিন্তু প্রত্যেকটি এলাকায় তৃণমূলও সতর্ক রয়েছে। ভোটারদের আবেদন, ফর্ম পূরণ করুন। জমা দিন। যথাযথভাবে নাম উঠল কিনা তা দেখে নিন। যদি কোথাও ভুল তথ্য থাকে তাহলে দ্রুত তা সংশোধন করার জন্য বিএলওকে জানান। মাথায় রাখবেন, খসড়া তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরে যদি কোনও তথ্য ভুল থাকে, তা সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। বিএলওর কাছে সংশোধনী ফর্ম জমা দিন অথবা অনলাইনে আবেদন করুন। ভয় পাবেন না, তৃণমূল কর্মীরা আপনাদের পাশে রয়েছেন।

কেন এই মৃত্যু মিছিল?

মালবাজার ব্লক প্রশাসনের কাছে গিয়ে বিএলওর কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন শান্তিমণি এক্কা। কিন্তু আধিকারিকরা তাঁর অনুরোধ গ্রাহ্য করেননি। এসআইআর সংক্রান্ত কাজের অত্যধিক চাপে শান্তিমণি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এসআইআর আতঙ্কে অনেক ভোটার আত্মঘাতী হয়েছেন, কাজের চাপে আজ বিএলও আত্মঘাতী হলেন। একটা সুখী পরিবার নষ্ট হয়ে গেল। এর দায় নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে। বুধবার সাতসকালে বাড়ির উঠোন থেকে মহিলা বিএলও কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। জলপাইগুড়ির মালবাজার থানার রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ গ্ল্যাংকো চা-বাগান এলাকার বাসিন্দা শান্তিমণি এক্কা। পেশায় তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। বাংলা লিখতে, পড়তে জানতেন না। বিএলওর কাজে প্রতিদিন নাজেহাল হয়ে বাড়ি ফিরতেন বলে দাবি মৃতার পরিবারের। তাঁর ১৯ বছরের কলেজ পড়ুয়া ছেলে ডি'সুজা এক্কা ও স্বামী সুখু এক্কার দাবি, কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে বাড়ি ফিরে প্রায়শই কেঁদে ফেলতেন। বিজেপির কেষ্ট বিষ্টুরা যাই বলুন, আসলে, দুবছরের কাজ দু-মাসে করার তাড়াহুড়োর কারণেই এই মৃত্যুমিছিল। ভোটাররা নিশ্চয় এর জবাব দেবেন।

কাঁথির গদ্দার কুলের পোদ্দার ক্রমাগত বলে চলেছেন বিএলওদের মৃত্যু হোক বা এফআইআর আতঙ্কে ভোটাদের আত্মহত্যা হোক সবই নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের অমূলক প্রচার। কিন্তু তামিলনাড়ু-সহ অন্য রাজ্যগুলিতে যখন একই ঘটনা ঘটে চলেছে তখন এমন মন্তব্য সত্যের অপলোক ছাড়া কিছু নয়। সংবেদনশীলতার এরকম অভাব কিন্তু মানুষ ভালো চোখে দেখছেন না। এই কথাটা পদ্মবাবুরা যেন মনে রাখেন।

—ইমরান রহমান,
বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সাম্প্রদায়িক টিপু সুলতানকে নাকি সেক্যুলার হিরো বানানো হচ্ছে?

১৭৫০ সালের আজকের দিনে নাকি টিপু সুলতান জন্ম নেন। আর তাঁর সম্পর্কে শিরোনামের কথাগুলো শোনা গিয়েছিল এই ২০১০-এও। মাঘ কৃষ্ণ চতুর্থী, কলিযুগ বর্ষ ৫১১১১-এ। চমকে ওঠার কিছু নেই। এভাবেই সাল গণনা করেন যাঁরা তাঁরাই বলেছিলেন এবং বলে চলেন এমন কথা। সেবার বলেছিলেন টিপু সুলতানের জীবন ও অর্জনের উপর তিন দিনের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, মহীশূরে। সেই বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার করছেন **আকসা আসিফ**

প্রথমেই পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখি, শিরোনামে প্রতিফলিত মূল্যায়নের সঙ্গে ইতিহাসের ছাত্রী হিসেবে আমি সহমত নই। ইতিহাসবিদ কেট ব্রিটলব্যাঙ্ক-এর মতো আমি এবং আমার মতো লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জানেন ও মানেন, টিপু সুলতান কোনও দানব ছিলেন না, জাতীয়তাবাদী বা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না... তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ান ইতিহাসবিদ কেট ব্রিটলব্যাঙ্ক 'টাইগার : দ্য লাইফ অফ টিপু সুলতান' বইয়ের লেখক এবং টিপুর শাসনকে ঘিরে বর্তমান রাজনীতিতে যে মিথ এবং বাস্তবতা রয়েছে সে-সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করতে পছন্দ করেন।

মনে রাখতে হবে, টিপু সুলতান প্রযুক্তি ও শিল্পে ইউরোপীয়দের সাথে তাল মেলানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আসলে মোদি সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচির জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারতেন। কিন্তু হননি। কারণ, মোদি-শাহ সেটা চাননি।

নিঃসন্দেহে, টিপুর পৃথিবী এবং আজকের পৃথিবী অনেক আলাদা। তাও তিনি মহীশূরের বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশে দুর্দান্ত শক্তি এবং দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছিলেন, নিঃসন্দেহে আজকের রাজনীতিবিদ এবং সরকারের মধ্যেও সচরাচর এমন গুণাবলি দেখা যায় না। অথচ গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী বিজেপির মতো তাঁর সমালোচকরা সর্বদা তাঁর বিরোধিতাকারীদের উপর তাঁর নির্যাতনকে আরও বাড়িয়ে দেখান এবং তাঁকে মূলত একটি হিন্দু রাজ্যের একজন মুসলিম শাসক হিসেবে দেখেন। আজকের ভারতের পরিস্থিতি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত এবং ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে উৎপন্ন মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত, যার মূলে রয়েছে এমন ভাবনার অবস্থান যেটার সঙ্গে ঐতিহাসিক টিপুর কোনও সম্পর্ক নেই। ব্রিটিশ রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান, এবং টিপুকে হত্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য ব্রিটিশরা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে শয়তান হিসেবে আখ্যায়িত করার ফলে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে টিপু ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে নির্যাতন করতেন। আসলে এটি কখনও ঘটেনি, যদিও আমি জানি যে যারা এই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তারা এটা শুনে খুশি হবেন না। টিপু তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এবং মহীশূরের শত্রুদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করার জন্য মানুষকে শাস্তি দিয়েছিলেন— এটি ধর্মীয় নির্যাতন নয় এবং এটিকে এভাবে বর্ণনা করা ভুল। না, একথা আমি বলছি না, বলছেন অস্ট্রেলিয়ান

> **১৭৯২ সালের পর টিপু আরও স্পষ্টভাবে ধার্মিক হয়ে ওঠেন, কিন্তু এর কারণ ছিল তিনি ভয় পেতেন যে তিনি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এর সাথে তাঁর অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক ছিল না, যাঁদের সাথে তিনি সর্বদা ন্যায্য আচরণ করতেন।**

ইতিহাসবিদ কেট ব্রিটলব্যাঙ্ক 'টাইগার : দ্য লাইফ অফ টিপু সুলতান' বইয়ে। কিছু ঐতিহাসিক যুক্তি দেন যে টিপু একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। আসল কথাটা অন্য। তাঁর উপাসনালয় ধ্বংস ধর্মীয় প্রকৃতির চেয়ে রাজনৈতিক ছিল বেশি।

বুঝতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিক ধারণা আঠারো শতকের ভারতে প্রযোজ্য নয়। টিপু যে পৃথিবীতে বাস করতেন তা ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। দক্ষিণ ভারতে সেই সময়ে জীবিত যে কেউ এমন একটি পৃথিবীর কল্পনাও করতে পারতেন না যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস কোনও ভূমিকা পালন করত না। তবে এর অর্থ এই নয় যে টিপুর মতো একজন শাসক কেবল ধর্মীয় ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তববাদী বা রাজনৈতিক উদ্বেগ দ্বারা পরিচালিত হত, যে কারণে এটি আধুনিক মনের কাছে ধর্মনিরপেক্ষ বলে মনে হতে পারে। প্রাক-আধুনিক ভারতের সমস্ত শাসকের মতো, তিনি কেবল নিজের ধর্ম নয়, সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে উপহার এবং জমি দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর অনেক প্রজা তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন, যাঁরা ব্রিটিশদের শাসনের চেয়ে তাঁর শাসনকে বেশি পছন্দ করেছিলেন।

যারা টিপুকে ঘৃণা করে, যারা তাঁকে একজন দানব বলে যে বক্তব্যটি সমালোচনার বাইরে মেনে নিয়েছে, তাদের অন্যভাবে বিশ্বাস করানোর সম্ভাবনা কম, এমনকী যদি অকাট্য প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়, তাহলেও। আমরা কি বলব যে টিপুর রাজত্বকালে শৃঙ্গেরিতে মঠ আক্রমণকারী মারাঠারা কি এই কাজের জন্য দানব ছিল? অবশ্যই না। এটি একটি রাজনৈতিক কাজ ছিল, ঠিক যেমন টিপুর নায়ার এবং কানাড়া খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়া রাজনৈতিক ছিল।

১৭৯২ সালের পর টিপু আরও স্পষ্টভাবে ধার্মিক হয়ে ওঠেন, কিন্তু এর কারণ ছিল তিনি ভয় পেতেন যে তিনি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এর সাথে তাঁর অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক ছিল না, যাঁদের সাথে তিনি সর্বদা ন্যায্য আচরণ করতেন। ১৭৯২ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের শেষে, তাঁকে একটি অপমানজনক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছিল যার ফলে তাঁকে বিশাল অঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং তার দুই ছেলেকে মাদ্রাজে জিম্মি করে পাঠাতে হয়েছিল, যাতে বিশাল ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায়— যে কারও ভাষায় এটি একটি বিপর্যয়। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে টিপু হয়তো ভেবেছিলেন যে তিনি কোনওভাবে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করেছেন। টিপু যে হুমকির মুখোমুখি হয়েছিলেন তা বাহ্যিক ছিল, অভ্যন্তরীণ নয়, এবং তাঁর প্রজাদের সাথে আচরণ পরিবর্তন করার কোনও কারণ ছিল না, তাদের বিশ্বাস যাই হোক না কেন।

আমতার পানিত্রাস হাইস্কুলে ‘সবুজ সাথী’র সাইকেল বিতরণে উপস্থিত বিধায়ক সুকান্ত পাল

রাজ্য

পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর পুলিশি অত্যাচার অব্যাহত

বাংলা ভাষায় কথা বললেই পশুর মতো ব্যবহার বিজেপির ওড়িশায়

প্রতিবেদন : ফের বিজেপির ওড়িশায় বাঙালি-বিদ্বেষ ও বাংলায় কথা বলায় থানায় আটকে রেখে অত্যাচার এ-রাজ্যের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে। অভিযোগ, রাতে ভাড়া বাড়ি থেকে তাদের পশুর মতো থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে রাতভর আটকে রেখে অত্যাচার করা হয়। সারারাত তাঁদের শুধু বিস্কুট ছাড়া কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। বিপাকে পড়ে তাঁরা এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছেন। যারা বাংলায় কথা বলে, তাদের খুঁজে বের করো। তাদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দাও। জেলে ভরে অত্যাচার করো এবং শেষে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও। ঠিক এভাবেই একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বিগত কয়েক মাস ধরে বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলছে। আবার সেই একই পথে অত্যাচার মোহন মাঝি-শাসিত ওড়িশায়। বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, শুধুমাত্র বাংলা বলায় বাংলার মানুষদের সঙ্গে কীটপতঙ্গের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

ওড়িশায় আটক বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা।

এবার মুর্শিদাবাদের ৫ জন, পূর্ব মেদিনীপুর ও অন্যান্য এলাকার মোট ১০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে রাতে তুলে নিয়ে যায় ওড়িশার ভদ্রক থানার পুলিশ। কোনও কারণ ছাড়াই তাঁদের রাতভর আটকে রাখা হয় থানায়। শ্রমিকদের অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের পরিচয় যাচাই করা হবে বলে জানায়। তাতে তাঁরা নিজেদের পরিচয়ের সমস্ত নথি পেশ করেন। তার পরেও তাঁদের ছাড়া হয়নি। আটকে রাখা শ্রমিকদের বেশ কয়েকজনকে আগেও পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁদের নথি যাচাই করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার কারণে তাঁদের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, বিজেপি তাদের রোগগ্রস্ত ঘৃণা বাংলা ও বাঙালির প্রতি আবারও তার ফ্যাসিবাদের দাঁত বের করে দেখাল। ‘ডাবল ইঞ্জিন’ ওড়িশায়, বাংলার দশজন নিরীহ হকারকে রাতের খাবার-খেতে-বসা অবস্থায় পশুর মতো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল, মারধর করা হল এবং গভীর রাতে জেলে পুরে দেওয়া হল। তাঁদের ‘অপরাধ’ বাংলায় কথা বলা। এঁরা কয়েক দিন আগেই সব পরিচয়পত্র জমা দিয়েছিল, কিন্তু তার পরও তাঁদের আটকে রাখা হল।

অভিষেকের তৎপরতায় দ্রুত শুরু বাঁধ মেরামতি

বজবজে চলছে বাঁধ মেরামতির কাজ।

সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : ভেঙে পড়ছিল নদীর বাঁধ। কিন্তু সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শুরু হল বাঁধ মেরামতের কাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডোঙারিয়া রায়পুর মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ আচমকাই হুগলি নদীর বাঁধে ধস দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে বাঁধের একাংশ ভেঙে নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় বজবজ ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। খবর যায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সচিবের কাছেও। তড়িঘড়ি শুরু হয় কাজ। তারপরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন এলাকাবাসীরা।

‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’-এর প্রচারে আগামী ১৮ জানুয়ারি হাফ ম্যারাথনের আয়োজন করছে কলকাতা পুলিশ। যৌথ উদ্যোক্তা রাজ্যের পরিবহণ দফতর। বুধবার বডিগার্ড লাইনে এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন কলকাতার নগরপাল মনোজকুমার ভার্মা। এদিন হাফ ম্যারাথনের লোগো উন্মোচন হল। এ বছর ৬৯তম বর্ষে পা দিল কলকাতা পুলিশের এই উদ্যোগ।

রাজ্যে আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা

প্রতিবেদন : বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করলেন প্রবাসী বাঙালি শিল্পপতি প্রসূন মুখোপাধ্যায়। রাজ্যে আরও বিনিয়োগের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ইতিবাচক আলোচনা হয়। বাংলায় চলা ইউনিভার্সাল সাকসেস এন্টারপ্রাইজের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান প্রসূন। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮২০০ কোটি টাকারও বেশি (প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিনিয়োগ করেছে ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ৫০হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে ইউ এস ই এল। ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং শিল্প সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ে কাজ করে প্রসূনের ইউনিভার্সাল সাকসেস। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে প্রথম অফিস খুলেছে তারা। তাঁর দায়িত্বে রয়েছেন প্রসূন।

বাংলার মনীষীদের অপমান বিরোধিতায় উত্তাল পুরসভা

প্রতিবেদন : বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও মনীষীদের ক্রমাগত অপমান-অসম্মানের বিরোধিতায় উত্তাল হল কলকাতা পুরসভা। ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা যেভাবে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বাংলার বরেণ্য মনীষীদের অপমান করছেন, তার প্রতিবাদে এবার ঝড় উঠল পুরসভার মাসিক অধিবেশনেও। তৃণমূল কাউন্সিলরেরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলতেই ইচ্ছাকৃতভাবে অধিবেশনে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন গুটিকয় বিরোধী কাউন্সিলর। ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরাও। শেষে পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় চেয়ারপার্সন মালা রায়কে।

সাম্প্রতিককালে বাংলার মনীষীদের অসম্মানের নিন্দা করে বুধবার পুরসভার মাসিক অধিবেশনে বিশেষ প্রস্তাব আনেন ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। প্রস্তাবনায় তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশ জুড়ে বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃতদের অসম্মান এবং অবমাননা করা হচ্ছে। তাই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবীদের কী অবদান ছিল কিংবা বাংলায় নবজাগরণে বঙ্গমনীষীদের গুরুত্ব কতখানি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে গদ্দারদের কী ভূমিকা ছিল; এসব নিয়ে এক বিশেষ ‘পুরশ্রী’ সংখ্যা প্রকাশের আবেদন জানান তিনি। এরপরই বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেন এক বিজেপি কাউন্সিলর। প্রবল বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন। পাল্টা জবাবে বিরোধীদের ধুয়ে দেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। তাঁর কথায়, বাংলার নবজাগরণের পথিকৃতদের নিয়ে ‘পুরশ্রী’র বিশেষ সংখ্যা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। একইসঙ্গে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে বেইমানি করে ব্রিটিশদের দালালি করেছেন, তাদের নিয়েও ‘পুরশ্রী’র একটি সংখ্যা প্রকাশের দাবি করেন দেবাশিস কুমার।

বঙ্গ-মনীষীদের অপমান নিয়ে তীব্র আক্রমণে বিজেপিকে কোণঠাসা করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। মহানাগরিকের কথায়, শুধু ‘পুরশ্রী’ নয়, আমরা দ্য গ্রেট ক্যালকাটা গেজেটও পুনরায় চালু করছি। বাংলার অপমান নিয়ে আগেও কলকাতায় প্রতিবাদ হয়েছে, এখন পুরসভাতেও প্রতিবাদ হবে। কারণ, কলকাতা পুরসভা ব্রিটিশ আমল আগে থেকেই প্রতিবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁতুড়ঘর। তাই বাংলার স্বার্থে, বাঙালির স্বার্থে পুরসভা থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠবেই। আমাদের কাজ শুধু ড্রেন পরিষ্কার, আলো দেওয়া কিংবা রাস্তা সারাই নয়! এদিনের ঘটনা নিয়ে চেয়ারপার্সন মালা রায় বলেন, পুরসভার অধিবেশনে সবসময় পুর-সংক্রান্ত বিষয়েই আলোচনা হবে। কলকাতা পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের থেকে সেটাই কাম্য। এখানে কোনওরকম ব্যক্তিগত আক্রমণ কিংবা অধিবেশনের শালীনতা ভঙ্গ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

জেলায় প্রথম, মগরাহাট থানায় চালু ই-মালখানা

নাজির হোসেন লস্কর • মগরাহাট

সময়ের সঙ্গে ভোল বদলাচ্ছে মালখানার। মান্ধাতা আমলের প্রথা সরিয়ে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল আঙ্গিকে ধরা দিয়েছে নতুন ই-মালখানা। ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও তদারকিতেই মালখানায় প্রযুক্তিনির্ভর এই নতুন ব্যবস্থার সূচনা হল। ডিজিটাল রূপ ধারণ করে নজিরও স্থাপন করল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার মগরাহাট থানা। পুলিশ জেলার আওতাভুক্ত থানাগুলির মধ্যে প্রথম ই-মালখানা কার্যকর হল মগরাহাট থানায়। ওসির কথায়, মগরাহাট থানায় এর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়।

ই-মালখানা চালু হওয়ায় মামলার প্রয়োজনে খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে বাজেয়াপ্ত হওয়া সামগ্রী, ফাইলপত্র। উদ্ধার হওয়া বাজেয়াপ্ত সব সামগ্রী প্যাকেটে মুড়ে তার উপর লাগানো হচ্ছে বার কোড। মামলার সঙ্গে যুক্ত তারই বিস্তারিত

ফিতে কেটে ই-মালখানার উদ্বোধন করছেন পুলিশকর্তারা।

নথিভুক্ত হচ্ছে কম্পিউটারে। ফলে আগামী দিনে আদালতে আর বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র হাজির হবে না। আদালত চাইলেই বার কোড সহযোগে নির্দিষ্ট মামলায় বাজেয়াপ্ত-সামগ্রীর যাবতীয় তথ্য যাচাই করতে পারবে।

ই-মালখানার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার বিশপ সরকার। ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিথুনকুমার দে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিআইবি) হরেকৃষ্ণ হালদার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাকিব আহমেদ, সিআই রাজু স্বর্ণকার, ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডল-সহ থানার আধিকারিকরা। বিশপ সরকার জানান, মগরাহাট থানার সমস্ত বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র ই-মালখানায় রাখা হবে। জেলা পুলিশের প্রথম ই-মালখানার সূচনায় নজির গড়ল এই থানা। পরে একে একে জেলার সমস্ত থানায় ই-মালখানা হবে।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রামমোহন রায়কে অপমানের প্রতিবাদে খানাকুলে রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্মভিটেয় রামমোহনের মূর্তিতে মালা দিয়ে পালিত হল ধরনা-কর্মসূচি

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় দ্রুত শস্যবিমা প্রদানের উদ্যোগ

প্রতিবেদন : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে বাংলা শস্যবিমা নিয়ে নবান্নে বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে শস্যবিমা প্রকল্পের অগ্রগতি, দাবি নিষ্পত্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কৃষি ও কৃষি বিপণন বিভাগের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা-সহ রাজ্যস্তরের একাধিক পদস্থ আধিকারিক। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির উপকৃষি অধিকর্তারা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সভায় যোগ দিয়ে মাঠের পরিস্থিতি, ক্ষতির পরিমাণ এবং কৃষকদের দাবির বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে এবং দ্রুততম সময়ে শস্য বিমার সমস্ত বকেয়া দাবি নিষ্পত্তির লক্ষ্যেই আজকের পর্যালোচনা। প্রতিটি জেলার তথ্য খতিয়ে দেখে কোথায় কতটা ক্ষতি হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন আছে, তা নির্ধারণ করা হয়। একইসঙ্গে বিমা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে দাবি নিষ্পত্তির গতি বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষি দফতরের আধিকারিকরা জানান, বিভিন্ন জেলায় বন্যা, অতিবৃষ্টি কিংবা পোকামাকড়ের আক্রমণে যে ক্ষতি হয়েছে, তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ চলছে। সেই অনুযায়ী শস্যবিমার অর্থ কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারও নজরদারি বাড়িয়েছে যাতে কোনও কৃষক বৈধ দাবির ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হন। এদিনের বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুলভাবে শস্যবিমা সুবিধা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

■ বাংলা শস্যবিমা নিয়ে বুধবার নবান্নে পর্যালোচনা সভা। ছিলেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষি ও কৃষি বিপণন বিভাগের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা-সহ আধিকারিকরা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন ক্ষতিগ্রস্ত জেলার উপ কৃষি অধিকর্তারা।

কলকাতা পুলিশের অধিকারে হস্তক্ষেপ নয় : সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: পুলিশি তদন্তেই ভরসা রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আরজি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ নিজের মতো কাজ করছে, কোনওভাবেই তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট, বুধবার সাফ জানিয়ে দিলেন দেশের শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা। এই প্রসঙ্গে কলকাতার আন্দোলনরত চিকিৎসকদের 'রক্ষাকবচ'-এর আর্জিও খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এই আর্জি জানান আন্দোলনরত চিকিৎসকদের আইনজীবী করুণা নন্দী। তিনি অভিযোগ করেন, কলকাতা পুলিশ ওই চিকিৎসকদের হেনস্থা করছে। শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি এই অভিযোগ খারিজ করে দেন। কেন তাঁরা এই অভিযোগ এবং রক্ষাকবচের আর্জি খারিজ করছেন, তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় বিচারপতি এম এম সুন্দ্রেশ জানান, এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হলে তা সরাসরি কলকাতা পুলিশের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। এই পদক্ষেপ তাঁরা করবেন না। একইসঙ্গে দুই বিচারপতি বলেন, এইভাবে টুকরো টুকরো অভিযোগ করা অর্থহীন। কলকাতায় কী হচ্ছে তা নিয়ে প্রতিনিয়ত নজরদারি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এমনিতেই প্রচুর কিছু সামাল দিচ্ছি। পুলিশের পূর্ণ অধিকার আছে সমন জারি করে কাউকে জেরার জন্য তলব করার। এই ক্ষেত্রে কাউকে পূর্ণ রক্ষাকবচ দেওয়া যায় না। কলকাতা হাইকোর্ট প্রয়োজন মনে করলে এই বিষয়ে নজরদারি করতে পারে। প্রয়োজনে এই সংক্রান্ত মামলা কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তর করে দেবেন, বুধবারের সুপ্রিম-শুনানিতে এমনও আভাস দেন দুই বিচারপতি।

রাজ্যকে এড়িয়ে কেন নিয়োগ, সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে কী করে একাধিক মাদ্রাসায় শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করা হল? বুধবার এই প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। মাদ্রাসা হল সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাজেই এই সব মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি নিজেদের ইচ্ছেমতো শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করতে পারবে, নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আইনজীবীদের এই যুক্তি মানতে নারাজ দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার এই নিয়োগ এবং নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহার বেঞ্চ শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তলব করেছে। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, যেসব মাদ্রাসায় এই পর্বে নিয়োগ হয়েছে সেগুলির সরকারি অনুমোদন আছে কি না, তাও এবার খতিয়ে দেখবে শীর্ষ আদালত। খতিয়ে দেখা হবে নিযুক্ত-হওয়া শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগপত্রের বৈধতা এবং পরিচালন সমিতির বৈধতাও। আগামী ১৭ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

কল্যাণময়ের জামিন

প্রতিবেদন : জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার শিক্ষক নিয়োগ মামলায় শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ইডি মামলায় জামিন আগেই মিলেছিল তাঁর। এবার সিবিআই মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন মিলল।

বিএলও-র খামখেয়ালিপনা

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : নিজের ইচ্ছেমতো এসআইআরের ফর্মের রিসিভ কপিতে সরকারি স্ট্যাম্প (চেকড অ্যান্ড ভেরিফায়েড) স্ট্যাম্প মেরে নট লিখে দিচ্ছেন বিএলও। এতেই বিপাকে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এমনকী তৃণমূলের বিএলএ-২ তাঁকে এই কাজ করতে বারণ করলেও তিনি তা শোনেননি। হাসনাবাদের বরুণহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের ৪৩ নম্বর বুথের ঘটনা।

বচসার জেরে স্ত্রীকে গুলি, ধৃত স্বামী

সংবাদদাতা, হাওড়া : স্ত্রীর সঙ্গে বচসা। সাতসকালে স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা সময়। শিবপুরের একটি অভিজাত আবাসনের ঘটনা। গুরুতর জখম ওই মহিলা। ইতিমধ্যে মহিলার স্বামীকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ মহিলার নাম পুনম যাদব (২৯)। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে হাওড়ার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুনম ও তাঁর স্বামী গোপাল যাদব সকালে অশান্তি করছিলেন। এরপরেই গোপালের পিস্তল থেকেই তাঁর স্ত্রীর মাথায় গুলি লাগে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে এমনটা ঘটে থাকতে পারে। সকাল সকাল এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই আবাসনে। আবাসনের সম্পাদক পঙ্কজ শর্মা বলেন, অভিজাত এই আবাসনে এরকম ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। ইতিমধ্যে গোপালকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের এক কর্তা জানান, নাইন এমএম পিস্তলটি বেআইনি। আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত গোপাল যাদব আদতে বিহারের শিওয়ানের বাসিন্দা। তাঁর কাছে কোথা থেকে পিস্তলটি এল, কেনই বা আগ্নেয়াস্ত্রটি নিজের কাছে রেখেছিলেন তিনি, সে সবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মিশন নির্মল বাংলা-র জেরেই বন্ধ হয়েছে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম

■ হাওড়ার শরৎ সদনে বিশ্ব শৌচাগার দিবস উদযাপনে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, সীতানাথ ঘোষ, ডাঃ নির্মল মাজি, প্রিয়া পাল, কাবেরী দাস, অজয় ভট্টাচার্য-সহ অন্যেরা।

সংবাদদাতা, হাওড়া : ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মধ্যেই রাজ্যকে পরিচ্ছন্ন এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্প চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে প্রকল্পের হাত ধরেই আজ গ্রাম-বাংলায় উন্মুক্ত আকাশের নিচে শৌচকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রাম বাংলার অভ্যাসেরও বদল হয়েছে। বিশ্ব শৌচাগার দিবস উদযাপনেও তাই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এ বিষয়। এদিন হাওড়ার শরৎ সদনে পঞ্চায়েত দফতরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, ডাঃ নির্মল মাজি, প্রিয়া পাল, জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস। এদিন জেলার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উদ্যোগে চালু হওয়া বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বলেন, বিজেপি সরকার গ্রাম বাংলার মানুষদের জন্য জুমলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম বাংলার মানুষদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে। ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েতে এলাকায় কঠিন বর্জ্য প্রকল্প চালু হয়েছে। বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। পচনশীল আবর্জনা থেকে সার তৈরি করা হচ্ছে।

■ দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও দার্শনিক তথা সমাজ সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিনে বুধবার রাজ্য বিধানসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরিষদীয় বিষয়ক ও কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে এদিন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পাশে আইটিসি পার্কে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী-মেয়র ফিরহাদ হাকিম, স্বপন সমাদ্দার-সহ অন্যেরা।

মালদহের রাইস মিলে চুরি। মঙ্গলবার গভীররাতে রাইস মিলের জানলার গ্রিল ভেঙে ভিতরে ঢুকে চুরি করে চম্পট দেয় চোরবাবাজি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি টার্গেট ■ পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ছে

এটিএম লুঠে পর-পর ভিন রাজ্যের যোগ

একের পর এক গ্রেফতার, মাথার খোঁজে তদন্ত

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

এটিএমে টাকা তুলতে গিয়ে হতাশ গ্রাহকরা। দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে মেশিন। টাকা নেই! সিসি ক্যামেরায় সেলোটেপ! কোথাও গার্ড অচৈতন্য। কোথাও আবার আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ৪-৫ মাস ধরে একই কায়দায় একের পর এক এটিএম লুঠ হচ্ছে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে। বলা যেতে পারে উত্তরের এই দুই জেলায় পালা করে এটিএম লুঠ করা হচ্ছে। তবে কি মাথা এক? এই দুই জেলাতে কীভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে লুটেরার দল? লুঠকাণ্ডে দুই জেলা থেকেই একের পর এক দুষ্কৃতী গ্রেফতার হয়েছে। প্রত্যেকটিতেই মিলেছে ভিনরাজ্যের যোগ।

দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে গ্রেফতার হয়েছে একের পর এক দুষ্কৃতী। প্রশ্ন উঠছে কোন পথে ভিনরাজ্য থেকে ঢুকছে তারা? এসবের তদন্তে বিশেষ দল গঠন করেছে রাজ্য পুলিশ। খবর পাওয়ামাত্রই ভিনরাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশের ওই বিশেষ টিম। গ্রেফতার হচ্ছে দুষ্কৃতীরা। শুধু এটিএম লুঠেই নয়, শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি সোনার দোকানের ডাকাতিতেও ভিনরাজ্যের যোগ মিলেছে। বুধবার এটিএম লুট কাণ্ডের আফজাল খান নামে এক দুষ্কৃতীকে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ময়নাগুড়ির বোলবাড়ি এলাকায় গত জুন মাসে এটিএম লুটের অভিযোগে অন্যতম অভিযুক্ত হল আফজাল খান। মঙ্গলবার রাতে তাকে রাজস্থান থেকে নিয়ে আসে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। জানা যায়, এটিএম লুট কাণ্ডের পর বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে মানুষের চোখে ধুলো দিতে কাঠুরিয়া সেজে থাকতো। সারাদিন সে জঙ্গলেই ছিলেন। এরপর সেই জঙ্গলের চোরাই রাস্তা ধরে সে পালিয়ে আসে শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে গাড়ি করে চলে যায় ইসলামপুরে। সেখান থেকে নিজের এলাকায় চলে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর অভিযুক্ত আফজাল খানের বাড়ি হরিয়ানায়। অভিযুক্ত রাজস্থানে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই বিষয়ে ডিএসপি ক্রাইম শান্তি নাথ পাঁজা বলেন, অভিযুক্তকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঁচজন অভিযুক্তর মধ্যে পাঁচ জন গ্রেফতার হয়েছে। এই ঘটনায় আমাদের তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, কোন পথে ভিনরাজ্য থেকে ঢুকছে দুষ্কৃতীরা তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে।

■ রাজস্থান থেকে গ্রেফতার ময়নাগুড়ি এটিএম লুঠে অভিযুক্ত আফজাল খান।

১২৫ শ্রমিক তৃণমূলে

■ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। বিজেপি এবং সিটু ছেড়ে ১২৫ জন শ্রমিক হাতে তুলে নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির পতাকা। বুধবার শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দার্জিলিং জেলা সমতলের আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে। ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব-সহ নেতৃত্ব।

দোষী সাব্যস্ত

■ পুলিশ দ্রুত চার্জশিট দেওয়ায় বিচার পেল নির্যাতিতা। নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবককে দোষী সাব্যস্ত করল মালদহ জেলা আদালত। আগামী শুক্রবার দোষীর সাজা ঘোষণা করা হবে। আইনজীবী সার্থক দাস জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২২ সালের ২৭ মার্চ। সেদিন রায়হান শেখ নামে এক তরুণ এক নাবালিকার বাড়িতে ঢুকে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে। রায়হান নাবালিকার বাবার সঙ্গে লেবারের কাজ করত, সেই থেকেই ওই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় রায়হানের। ঘটনার দিনই ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই নাবালিকার বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রায়হানকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করে। ১৭ জনের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বুধবার বিচারক রাজীব সাহা রায়হানকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

যুবকের মৃত্যু

■ বাজার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহীর। বুধবার মালদহের নরহাট্টার ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে যুবকের। তবে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় তৈরি হয়েছে রহস্য।

বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ

■ বালুরঘাট নালন্দা বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। বুধবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পড়ুয়া উপস্থিত ছিল। এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিষয়ে একটি আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা হয়।

কোচবিহারে শীঘ্রই চালু হবে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট

সংবাদদাতা, কোচবিহার : প্রত্যনমোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু হতে চলেছে কোচবিহারে। কোচবিহার জেলার চারটি ব্লকে আপাতত এই স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটে থাকবেন চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্য কর্মীরা। কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে জেলাশাসক দফতরে এই বৈঠক করেছেন। জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে জেলাতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র বলেন, মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালুর ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে এদিন আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু হবে এই জেলায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে প্রাথমিক ভাবে কোচবিহারের চারটি ব্লক কোচবিহার ১, শীতলকুচি, নাটাবাড়ি, মেখলিগঞ্জে এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিসেবা শুরু হবে। এরপরে অন্য ব্লক গুলিতেও ধাপে ধাপে এই পরিসেবা শুরু হবে। জেলাপ্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ধারণা, প্রত্যন্ত এলাকার অনেক বাসিন্দা চিকিৎসা নিয়ে অবহেলা করেন। সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেও তাদের মধ্যে অনিহা দেখা যায়। তাই কোনো রোগ জটিল আকার নেওয়ার আগে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম গুলিতে পৌঁছে যাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভ্রাম্যমান গাড়ি। এতে গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা কোনো রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা দ্রুত করা সম্ভব হবে। কোচবিহারের জেলাশাসক এদিন কোচবিহারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নতিকরণ করেছেন ইতিমধ্যেই। গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে জেলাজুড়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

■ বৈঠকে জেলাশাসক রাজু মিশ্রা ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা।

কাঞ্চন-দর্শন

■ পরিষ্কার আকাশ। উত্তর দিনাজপুর থেকেও দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। ৩০ অক্টোবর ২০২০ সালে রায়গঞ্জ থেকে শেষবারের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলেছিল। কিন্তু এ-বছর ইসলামপুর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলেছে।

মানিকচকে ৩ কিমির ঢালাই রাস্তা

সংবাদদাতা, মালদহ: মানিকচকে এলাকাবাসীর বহু বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ এবং মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের নিরলস প্রচেষ্টায় অবশেষে শুরু হল প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ ঢালাই রাস্তার কাজ। রাজ্য সরকারের স্টেট ফান্ড থেকে বরাদ্দ হয়েছে মোট ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। বুধবার থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে এই বহুল প্রত্যাশিত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ। মানিকচক কামালপুর পেট্রোল পাম্প থেকে শেখপুরা হাই মাদ্রাসা পর্যন্ত এই নতুন রাস্তা তৈরি হলে শেখপুরা গ্রামের মানুষের নিত্যদিনের যাতায়াত আরও সহজ হবে। এতদিন কাঁচা রাস্তার কারণে বর্ষাকাল-সহ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হতো স্থানীয়দের। সেই দুর্ভোগ কাটতেই এই উদ্যোগ যা ইতিমধ্যেই আনন্দের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এলাকায়। রাস্তা পাকা হওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় শেখপুরাবাসীরা বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

■ রাস্তার কাজের সূচনায় বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 November, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিরল পরিযায়ী স্টেপ ইগল উদ্ধার গ্রামে

সংবাদদাতা, সোনামুখী : বাঁকুড়ার সোনামুখী রেঞ্জের জগমোহনপুর ক্যানেল পাড়ে একটি বিরল প্রজাতির বিশাল আকৃতির ইগলকে বসে থাকতে দেখে কিছু গ্রামবাসী তাকে ধরে আনে জগমোহনপুর বাজারে। বিশাল আকৃতির এই ইগল এলাকার মানুষ কোনওদিন দেখেননি বলে খবর দেওয়া হয় সোনামুখী রেঞ্জ অফিসে। রেঞ্জের বিট অফিসার ইদ্রিস সরকার-সহ কয়েকজন বনকর্মী সেখানে গিয়ে দেখেন, সেটি ভারতে বিরলতম একটি স্টেপ ইগল অর্থাৎ বড়সড় শিকারি এবং পরিযায়ী পাখি। শীতে ইউরোপ, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। পালকযুক্ত পা থাকায় একে বুটেড ইগলও বলা হয়। এরপর বনকর্মীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ইগলটিকে উদ্ধার করে সোনামুখী রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাঁকুড়া নর্থ ডিভিশনের ডিএফওর নির্দেশে ইগলটিকে পাঠানো হয় বর্ধমান জু-তে। বর্তমানে সেখানেই ইগলটি চিকিৎসাধীন অবস্থায় পর্যবেক্ষণে আছে।

শিয়াল-আতঙ্কে ধান কাটতে ভীত চাষিরা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান ২ ব্লকের সোনাপলাশি, মালকিতা ও কুড়মুনে শিয়ালের উপদ্রব ক্রমাগত বেড়ে চলায় আতঙ্কে আছেন এলাকার চাষিরা। এমনকী শিয়ালের আতঙ্কে মাঠের পাকাধান কাটতে যেতেও ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। বাধ্য হয়ে আতঙ্কিত চাষিরা এখন দল বেঁধে মাঠের পাকাধান কাটতে যাচ্ছেন। সোমবার সোনাপলাশির কৃষক দিলীপ সিংকে মাঠে ধানকাটার সময় একা পেয়ে শিয়ালে আক্রমণ করে। কামড় বসায় শরীরের একাধিক অঙ্গে। আশপাশের লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করে। চাষিরা বলছেন, এখন ধানকাটার মরশুম। কিন্তু একা একা ধানকাটতে যেতে ভয় লাগছে, ১০-১২ জন মিলে দলবদ্ধভাবে মাঠে যেতে হচ্ছে। বর্ধমানের অতিরিক্ত বনাধিকারিক মৃণালকান্তি দাস জানান, শিয়ালের আক্রমণ ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এবার ১০টি গাড়িতে ৯০ দিনের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-পরিষেবা শুরু পূর্ব মেদিনীপুরে

সংবাদদাতা, তমলুক : বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-পরিষেবা ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে এই পরিষেবা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার পূর্ব মেদিনীপুরেও চালু হতে চলেছে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-পরিষেবা। শুক্রবার, ২১ নভেম্বর থেকে টানা ৯০দিন চলবে এই বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা। এর জন্য আনা হবে ১০টি গাড়ি। সেই গাড়িতেই থাকবে যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম। সেগুলি একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ১০টি গাড়ির মধ্যে ৮টি তমলুক স্বাস্থ্য জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এই পরিষেবা দেবে। বাকি দুটি গাড়ি নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলায় পরিষেবা দেবে। ইতিমধ্যে ভ্রাম্যমাণ এই পরিষেবা নিয়ে জেলার দুই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকই তাঁদের দফতরের কর্তাব্যক্তিদের

নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলেছেন। কোন কোন চিকিৎসক কবে কোন গাড়ির সঙ্গে থাকবেন তার তালিকাও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের পাশাপাশি ওই সব গাড়িতে থাকবেন নার্সেরাও। চিকিৎসকদের পরামর্শমতো চটজলদি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে গাড়িগুলিতে। সপ্তাহে ৬ দিন মিলবে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-পরিষেবা। প্রতিটি বিধানসভা ধরে এক একটি গাড়ি এলাকার এক একটি পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছে যাবে। ৯০ দিনের মধ্যে জেলার সব পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরবে এই গাড়িগুলি। এই নিয়ে গত মঙ্গলবার তমলুক স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায় চিকিৎসকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন। কীভাবে সাধারণ মানুষকে ভালভাবে চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসিত দেওয়ানও এই নিয়ে প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন। দুই মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার জন্য দুটি এবং তমলুক স্বাস্থ্য জেলার জন্য ৮টি গাড়ি আসছে। গাড়িগুলি প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা-সহ সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে।

এসআইআর-আতঙ্ক পাশে পঞ্চায়েত প্রধান

■ তৃণমূলের এসআইআর সহায়ক ক্যাম্পে পঞ্চায়েত প্রধান।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : এসআইআর ফর্ম ফিলাপের আতঙ্ক কাটাতে এবার মাঠে নেমে পড়লেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শংকরপ্রসাদ দে। গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেই বসে ফর্মপূরণ করে দিচ্ছেন তিনি। পঞ্চায়েত এলাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বিভিন্ন ক্যাম্পে ভিড় করা মানুষদের ফর্ম ফিলাপ করাতে ব্যস্ত প্রধান। কোথাও কোনও ভুল থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সাইট খুলে তা ঠিকও করে দিচ্ছেন তিনি। পেটবিন্ধী পঞ্চায়েত এলাকায় বুধবার এমনই ছবি চোখে পড়ে। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের সহযোগিতায় আলাদা ক্যাম্প তৈরি হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই সব ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের ফর্ম ফিলাপের দায়িত্ব নিজেই সামলাচ্ছেন প্রধান। গ্রামবাসীরা জানান, প্রধান পাশে দাঁড়ানোয় তাঁদের আতঙ্ক অনেকটাই দূর হয়েছে। এসআইআরের উদ্বেগ কাটিয়ে স্বস্তি ফিরছে তাঁদের মনে। প্রধানের এই দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে খুশি তাঁরা।

সাইবার জালিয়াতদের নজরে জেলার এসপি

সংবাদদাতা, তমলুক : এর আগে একাধিক আইসি, ওসির নামে ফেসবুকে ফেক আইডি খুলে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। এবার সেই তালিকায় যোগ হল পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যের নামও। তাঁর নামে এই ফেক অ্যাকাউন্টের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রশাসনিক মহলে। জেলা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে ইতিমধ্যে কেউ প্রতারিত হয়েছেন কিনা সে ব্যাপারেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে আচমকা ওই ভুয়ো অ্যাকাউন্টটি সকলের চোখে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ওই অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়। এদিকে একইভাবে সাইবার জালিয়াতদের খপ্পরে পড়েছেন রামনগর থানার ওসি বুদ্ধদেব মালও। তাঁর নামেও ইতিমধ্যে ফেসবুকে একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট প্রকাশ্যে এসেছে। তিনিও আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। জেলায় এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষকে সাইবার জালিয়াতদের খপ্পরে না পড়ার জন্য সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি জেলার প্রতিটি থানাতেও এবার থেকে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে সাইবার প্রতারণা নিয়ে বিশেষ সেমিনার করবে জেলার পুলিশ। এর ফলে জেলার মানুষ সাইবার প্রতারকদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবেন।

নিয়ামতপুরে দোকানে চুরির তদন্তে গোয়েন্দারা

সংবাদদাতা, কুলটি : গত রবিবার পর পর দুটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে আসানসোলের নিয়ামতপুর ফাঁড়ি এলাকার জি টি রোডের পাশে। ওম রেডিমেড কাপড়ের দোকানে নগদ ৫০ হাজার টাকা চুরির পর জয় বালাজি মোবাইলের দোকানেও একই ঘটনা ঘটে একই কায়দায়। সেখান থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার ৩০ থেকে ৩৫টি মোবাইল চুরি হয়। নিয়ামতপুর চেম্বার অফ কমার্স এবং মার্চেন্ট চেম্বারের সদস্যরা প্রতিবাদে জি টি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এই চুরির ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও ভাইরাল হয়। সেদিনই নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বুধবার চুরির ঘটনার নানা দিক খতিয়ে দেখতে ওই দুই দোকানে আসে আসানসোলের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। উপস্থিত ছিলেন দফতরের এডিসি মির সাইদুল আলি ও ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ দাস এবং আরও তিন সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন কনসেটেবল। ছিলেন নিয়ামতপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ অখিল মুখোপাধ্যায়, সাব ইন্সপেক্টর বিনয় দাস, মিলন ভুঁইয়ারাও।

■ দোকানে তদন্তে গোয়েন্দারা।

এক ফোনেই মিলবে বিনামূল্যে অক্সিজেন

প্রতিবেদন : শীতকালে শ্বাসকষ্টের রোগীদের অক্সিজেনের প্রয়োজন বাড়ে। আর এই বিষয় মাথায় রেখেই বুধবার প্রয়াত আইনজীবী সুভাষরঞ্জন সেনগুপ্তর ৮০তম জন্মদিনে তাঁর নামের স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে চালু হল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা। এই পরিষেবার সূচনা করেন বারাসত পুরসভার কাউন্সিলর কণিকা রায়চৌধুরি। ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ধীমান চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর চিকিৎসক ডাঃ বিবর্তন সাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শেখর কাঞ্জিলাল প্রমুখ বিশিষ্টরা। পরিষেবা কেন্দ্র থেকেই কয়েকজন দুঃস্থ, বয়স্ক মানুষের হাতে শীতবস্ত্র,ফল-মিষ্টি তুলে দেন কণিকা দেবী। তিনি জানান, সুভাষরঞ্জন সেনগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি বছরের ৩৬৫ দিনই অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা দেবে। নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলেই নিখরচায় অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের সঙ্গে পৌঁছে যাবে অক্সিজেন মাস্কও। এই উদ্যোগ এককথায় দৃষ্টান্তমূলক। এদিনই হৃদয়পুর নবসোপানে প্রয়াত আইনজীবীর ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে শতাধিক দুঃস্থ শিশুকে বসে খাওয়ানো হয়। সেখানেও অসহায় বয়স্ক মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া দেয় স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

■ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে পুরপিতা।

পুরসভার গৌরব ফেরাতে তৎপর প্রশাসক

অর্ক দাস • কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর পুরসভার দায়িত্ব নিয়ে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে তৎপর হলেন নবনিযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শারদ্যুতি চৌধুরি। তিনি বর্তমানে নদিয়ার সদর মহকুমা শাসক। কৃষ্ণনগর পুরবোর্ডে জঞ্জাল সাফ-সহ নানা কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। সুষ্ঠুভাবে এবং প্রতিনিয়ত যাতে ময়লা ঠিকমতো সাফ করা হয় সে বিষয়ে নজর দিয়েছেন তিনি। প্রতিটি ওয়ার্ডে এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কারের বার্তা গিয়ে ফেক্স টাঙানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং সেখানে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে জঞ্জাল সংক্রান্ত সমস্যার জন্য নাগরিকরা যাতে পুরসভার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। শারদ্যুতি চৌধুরি জানান, জঞ্জাল পরিষ্কার বিষয়টি ছাড়াও কৃষ্ণনগর পুরসভার কিছু সমস্যায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশের ৪৫০টির বেশি আবেদন পড়ে। খতিয়ে দেখে এখন ১০০টি নতুন বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দিয়েছি। এক মাসের মধ্যে সব আবেদনকারীর বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন দেওয়া হবে। শহরবাসীর মতে, বহুদিন পর পুরসভায় এমন দক্ষ প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য সরকার। তাঁরা আশাবাদী, অচিরেই শহর তার পুরনো গৌরব ফিরে পাবে।

■ দফতরে শারদ্যুতি চৌধুরি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

20 November, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২০ নভেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

কুলটি এলসি মোড় শীতলা মন্দিরের কাছে বুধবার নিজের দোকানেই ছেলে বিশাল সিনহার হাতে খুন হলেন মা সুশীলা সিনহা (৪৩)। আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। আটক ছেলে

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে খালসংস্কার এলাকা দেখলেন সপার্ষদ এডিএম

সংবাদদাতা, দাসপুর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুরু হতে চলেছে দাসপুরের সোলাটোপা খাল সংস্কারের কাজ। বুধবার এই কাজের বিষয় খতিয়ে দেখতে হাজির হন পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক। সঙ্গে ছিলেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়, দাসপুর ১ ব্লকের বিডিও দীপঙ্কর বিশ্বাস ও ২ ব্লকের বিডিও প্রবীরকুমার সিট-সহ জেলা পরিষদের সদস্যরা। জানা যায়, দাসপুর ২ ব্লকের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দীর্ঘ সাড়ে ১৪ মিটার লম্বা সোলাটোপা খালটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় গোঁরা, খুকুড়দহ ও জোতঘনশ্যাম এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার কৃষকের ফসল নষ্ট হয় ফি বছর বর্ষার সময়। খালটির জল বেরোনোর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল বেরোতে না পেরে খালে জমে থাকে। অতিরিক্ত জল গিয়ে পড়ত কৃষকদের জমিতে। এর ফলে ধান-সহ অন্যান্য ফসল এবং সবজি প্রায়শই নষ্ট হয়ে যেত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রথম পর্যায়ের কাজ। এবার সেই প্ল্যানের আওতায় থাকা এই খালটিরও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে খালটির সংস্কার ঠিক কীভাবে হবে তা নিয়েই কথা বলতে সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক। জেলার প্রশাসনিক কর্তারা জানান, শিগগিরই যে এই খালের সংস্কার শুরু হচ্ছে সেই খবর শুনে এলাকাবাসীও অত্যন্ত খুশি।

■ সোলাটোপা খাল পরিদর্শনে এডিএম, প্রশাসনকর্তারা।

দুই তৃণমূল নেতা-খুনে সুপারি ফাঁস ষড়যন্ত্র, ধৃত বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, পটাশপুর : সুপারি দিয়ে তৃণমূলের দুই দাপুটে নেতাকে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পুলিশের জালে পটাশপুর থানার সাতসতমাল এলাকার পরিচিত বিজেপি কর্মী জয়দেব জানা। সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি অডিও কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে। যেখানে শোনা গিয়েছে, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মুখপাত্র অপরেশ সাঁতরা ও আড়গোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ মালেক আলিকে খুনের ষড়যন্ত্র চলছে। বসিরহাটের দুষ্কৃতীদের সুপারি দেওয়া হয়েছিল এই দুই তৃণমূল নেতাকে খুনের জন্য। দুষ্কৃতীরা সেই কাজ করতে এলাকায় এলেও সুপারির পুরো টাকা না পেয়ে ফিরে যায়। অডিও কল রেকর্ডটি ভাইরাল হওয়ার পরই খুনের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়। এরপরই স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা জয়দেবকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অপরেশবাবু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পটাশপুর থানার পুলিশ জয়দেবকে গ্রেফতার করে। বুধবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা বলেন, এর থেকেই প্রমাণিত বিজেপির লোকজনের গুন্ডাদের সঙ্গে ওঠাবসা আছেলে। ওরা তৃণমূলের উন্নয়নের কাছে এঁটে উঠতে না পেরে এই সব ষড়যন্ত্র শুরু করেছে দুষ্কৃতীদের নিয়ে।

■ পটাশপুরের বিজেপি কর্মী জয়দেব জানা।

ভোটরক্ষা কেন্দ্রে বিকাশ

সংবাদদাতা, সিউড়ি : এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করতে গিয়ে মানুষ যাতে বিপদে না পড়েন সেজন্য একের পর এক বাংলার ভোটরক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করতে ময়দানে নামলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। বুধবার সিউড়ি পুরসভার একাধিক শিবির ঘুরে দেখেন তিনি। প্রয়োজনে টেবিলে বসে নিজের হাতে ফর্ম ফিলাপও করেন। তৃণমূল কর্মীদের বুঝিয়ে দেন কীভাবে পরীক্ষা করে নির্ভুল এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। বিধায়ককে পেয়ে উজ্জীবিত তৃণমূল কর্মীরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, মেমারি : শ্বশুরবাড়ি মুন্সিডাঙায় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে মেমারিতে পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন ইছাপুর দক্ষিণপাড়ার মহম্মদ সেলিম উদ্দিন (৩১)। বুধবার বিকেলে শংকরপুর পেট্রোল পাম্পের সামনে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বাইক নিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ এসে উদ্ধার করে তাঁকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কীভাবে দুর্ঘটনা তদন্ত করছে মেমারি পুলিশ।

■ বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়ক খোকন দাস, প্রিন্সিপাল ডাঃ জহর রায়, রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাল।

কৃষ্ণনগরে দুষ্কৃতী-তাণ্ডব, ধাওয়া করতে গিয়ে অস্ত্র-কোপে জখম ২

সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর : শান্তির শহরে রাতে ভয়াবহ চিত্র দেখলেন শহরবাসী। জলঙ্গীর বিসর্জন ঘাট এলাকায় চোরের পিছনে ধাওয়া করেধরতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ খেয়ে মারাত্মক আহত দুই এলাকাবাসী। কুলুপাড়ায় গৃহস্থবাড়িতে পাঁচিল টপকে

চোর ঢুকতে দেখে তাকে ধাওয়া করেন পাড়ার কয়েকজন। ধাওয়া করতে করতে কদমতলা বিসর্জন ঘাটে পড়লে দুষ্কৃতী দল অস্ত্র, লাঠিসোটা, বাঁশ নিয়ে বেধড়ক মারে দুজনকে। মারাত্মক আহত হন সুতনু হালদার ও পুনম সরকার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ তল্লাশি শুরু করে তারা।

নদিয়ায় এসআইআর কর্মসূচির কাজে সন্তুষ্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশন

সংবাদদাতা, নদিয়া : তিন ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকের পর জেলাশাসকের মিটিং হল থেকে বেরিয়ে বুধবার জেলায় এসআইআর নিয়ে কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল। তিমি জানান, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডিসি এসেছিলেন। তিনি এসআইআর নিয়ে কাজের অগ্রগতি দেখে এবং জেলায় নির্বাচনী কাজে যুক্ত অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে ও পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন, এখানকার প্রত্যেক ভোটারই স্পেশাল। সেই কারণে জেলার প্রতিটি ব্লকেই এসআইয়ের কাজে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইওর সঙ্গে কমিশনের প্রতিনিধিদল নদিয়ায় এসআইআর কর্মসূচির অবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার সকালে কৃষ্ণনগর জেলা প্রশাসনিক অফিসে আসেন। ছিলেন জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত ও অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রমুখ।

■ বৈঠকের পথে কমিশনের সিইও।

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে পালিত হল ৭২তম সমবায় সপ্তাহ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ৭২তম সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে। এ বছরের মূল ভাবনা স্বনির্ভর ভারত গড়ার বাহন হল সমবায়। বুধবার বর্ধমান ১ নং রেঞ্জ সমবায় অধিদফতর, জেলা কো অপারেটিভ ইউনিয়ন, বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও বর্ধমান সদর ১ ব্লকের সমস্ত সমিতিগুলির উপস্থিতিতে সদর ১ ব্লকের জামার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সহযোগিতায় সাড়ম্বরে সমবায় সপ্তাহ পালিত হল। ছিলেন বর্ধমান ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিডিও রজনীশকুমার যাদব, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সহ-সভাপতি দেবনারায়ণ গুহ ও ডিজিএম অমিত রজক, ১ ব্লক সভাপতি দুর্গা রাজমল্ল প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন বক্তা রাজ্য সমবায় মন্ত্রকের মূল ভাবনা ও উদ্যোগগুলি তুলে ধরেন। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রান্তিক চাষিদের বিভিন্ন সুবিধাদান, সরকারি উদ্যোগে পিএসিএস কম্পিউটারাইজেশন, শস্যবিমার সুবিধা, সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণদানে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অনুন্নত এলাকায় সমবায় উদ্যোগ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তায় জোর দেওয়া হয়।

শৌচাগার দিবসে আরও শৌচাগার, প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়ার ডাক

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বিশ্ব শৌচাগার দিবসে মানুষকে আরও বেশি শৌচাগার তৈরির আহ্বান জানালেন বীরভূমের সভাধিপতি কাজল শেখ। এদিন থেকেই তিনি মানুষকে প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলেন। বুধবার সিউড়ি জেলা প্রশাসনিক কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিশ্ব শৌচাগার দিবস উপলক্ষে মানুষকে সচেতন করতে একটি ট্যাবলো বেরিয়ে সিউড়ি শহর প্রদক্ষিণ করে। জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বীরভূমকে নির্মল জেলা করার লক্ষ্যে এগোনো হচ্ছে। মানুষকে তাঁর আবেদন, প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস বর্জন করুন। কারণ এটা এমন জিনিস যা সহজে নষ্ট হয় না, বরং মাটিতে মিশে প্রকৃতির ক্ষতি এবং জমির মান নষ্ট করে। মাছ চাষের পুকুরে প্লাস্টিক ফেললে তার জল এবং মাছ দুটোরই ক্ষতি হয়। নির্মল বীরভূম গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পরিবারকে আহ্বান জানিয়ে কাজল বলেন, বাম আমলে মাটির শৌচাগার হত। প্রতিটি বাড়িতে পাকা শৌচাগার করে দেওয়ার মতো দূরদৃষ্টি বামেদের ছিল না। মানুষ যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করায় কলেরা এবং ম্যালেরিয়া হত। পরিবেশ দূষিত হত। মশা-মাছির উপদ্রব হত দ্বিগুণ। এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গ্রামগঞ্জে ম্যালেরিয়া-কলেরার মতো মারণরোগ উধাও হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েই মানুষকে শৌচাগার সম্পর্কে সচেতন করতে থাকেন। এখন গ্রামবাংলার প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার হয়েছে। এর জন্য সরকার ১২ হাজার টাকা করে পরিবার-পিছু দেয়। ইতিমধ্যে বীরভূমে কয়েক লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে। তাঁর দাবি, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৩৯৫টি শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে। জেলা পরিষদের তরফে ১৯,৮৮৫ নতুন শৌচাগার নির্মাণের ভাবনা রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুরেশ রানো, সহ সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন প্রমুখ।

■ পদযাত্রায় বীরভূমের সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 November, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জলপাইগুড়িতে অজগরকে গাছে বেঁধে শাস্তি, আলিপুরদুয়ারে উদ্ধারে গ্রামবাসীরা

■ আলিপুরদুয়ারে অসহায় অজগরকে কোলে করে উদ্ধার গ্রামবাসীদের। (ডানদিকে) গাছে বেঁধে রাখা সাপটিকে বাঁচাল বনদফতর।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার: অজগর নিয়ে দুই জেলায় ভিন্ন দুই চিত্র। জলপাইগুড়ির বানারহাটে লোকালয়ে ঢুকে পড়া নিরীহ অজগরকে গাছে বেঁধে রেখে শাস্তি দিল গ্রামবাসীরা। বনকর্মীরা এসে উদ্ধার করলেন সাপটিকে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে বনদফতরের তরফে। এদিকে, আলিপুরদুয়ারে বাঁশ গাছে উঠে পড়া পাইথনকে কোলে করে নামালেন গ্রামবাসীরা। পরে বনদফতরে খবর দেওয়া হয়। সাপটিকে তুলে দেওয়া হয় বনদফতরের হাতে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। বেরুবাগ নদীর ধারে অজগরটিকে দেখা যায়। একটি হাঁসকে তাড়া করতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা। নিমিষেই আতঙ্ক ছড়িয়ে, ভয় কাটিয়ে কয়েকজন মিলে সাপটিকে ধরে ফেলে। এরপরই সুপারি গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকে উদ্ধার হয় একটি বার্মিজ পাইথন, আর মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে উদ্ধার হয় বিশাল আকার কিং কোবরা। প্রথম ঘটনায় আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের দক্ষিণ কামসিং গ্রামের পূর্ব পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে বাঁশ বাগানে বিশাল পাইথন দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়ায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়া-সহ এলাকাবাসীদের মনে। বুধবার সকালে পূর্ব পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে বাঁশ বাগানে একটি পাইথন দেখেন গ্রামবাসীরা। এরপর সেখানে ভিড় জমে যায় সাপ দেখতে। এমনকি স্কুল থেকেও ছাত্রছাত্রীরা সাপ দেখতে জমায়েত করে। কিছুক্ষণ পঠনপাঠন বন্ধ থাকে এই ঘটনায়। প্রায় ১০ ফিট লম্বা সাপটিকে গ্রামবাসীরা ধরে পরবর্তীতে চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীদের হাতে তুলে দেয়। স্বস্তি ফেরে গ্রামে। অপর ঘটনায় মাদারিহাট বীরপাড়ার ব্লকের লঙ্কাপাড়া হিন্দি হাইস্কুলের পাশ থেকে এদিন সকালে একটি ১০ ফুট লম্বা কিং কোবরা সাপ উদ্ধার করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীরা।

জন্মদিনে শ্রদ্ধা

■ ভারতবর্ষের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল রায়গঞ্জ পুরসভা। বুধবার রায়গঞ্জ পুর বাস স্ট্যান্ডের সম্মুখভাগে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পুর প্রতিনিধি এবং শহরের বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুশীল গোস্বামী-সহ পৌরসভার সমস্ত কো-অর্ডিনেটর ও বণিক সভার প্রতিনিধিরা।

নয়া চেয়ারম্যান

■ রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে কালিয়াগঞ্জের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ কুন্ডুর নামই নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে জানিয়েছিলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। বুধবার দলীয় কাউন্সিলরদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ও রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক তন্ময় ব্যানার্জির উপস্থিতিতে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার নির্বাচিত হন বিশ্বজিৎ কুন্ডু। চেয়ারে বসেই তিনি জানান, তার কাজের প্রধান অগ্রাধিকার বেহাল রাস্তাঘাট ও কালিয়াগঞ্জ পুর এলাকার সার্বিক উন্নয়ন।এদিন কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় চেয়ারম্যান নির্বাচনের বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের অন্য কাউন্সিলররাও।

ভিনরাজ্যে দুই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, মালদহ : ভিনরাজ্যে থাকা ফের বাংলার দুই শ্রমিকের দেহ উদ্ধার। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান খুন দুই শ্রমিকই মালদহের বাসিন্দা। একটি ঘটনা রাজস্থানের এবং অপরটি মহারাষ্ট্রের। রাজস্থানে পাঁচদিন নিখোঁজ থাকার পর উদ্ধার হয় মালদহের হরিবোল ঘোষের নিথর দেহ। বুধবার কফিনবন্দি দেহ যখন মালদহের পুখুরিয়া থানার নরদিপুর গ্রামে পৌঁছায়, তখন শোকের ছায়ায় ডুবে যায় গোটা এলাকা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের ৯ তারিখে শ্রমিকের কাজের উদ্দেশ্যে রাজস্থানে যান হরিবোলবাবু। কিন্তু ১২ তারিখ থেকেই তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিলেন। অপর শ্রমিকের নাম ইদু সেখ (৪৯)। মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়ে ১৮ তলা থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ইদু সেখের পরিবারে স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন সকলেই। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

জাতীয় সড়কে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রুখতে রাতভর টহল বনদফতরের

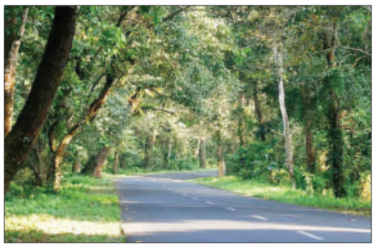

প্রতিবেদন: জাতীয় সড়কে পর-পর চিতাবাঘের মৃত্যু। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে রাতে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। এরফলে দ্রুতগতিতে আসা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হচ্ছে বন্যপ্রাণের। লাটাগুড়ির ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বন্যপ্রাণের মৃত্যু ঠেকাতে ব্যবস্থা নিচ্ছে বনদফতর। রাতভর থাকবে টহল। লাটাগুড়ির রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত বলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়িতে টহল দিচ্ছেন বনকর্মীরা। পাশাপাশি রাতেও শুরু হয়েছে নজরদারি। কোনও গাড়ির গতি বেশি হলেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্য দিকে, লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া ডাওপাড়ার একটি বিলাসবহুল রিসর্টে নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গান বাজানোর অভিযোগ উঠেছিল। রাতেই বনদফতর সাউন্ড সিস্টেমগুলি আটক করে। ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে বনদফতর।

■ অনুষ্ঠানে বুলুচিক বড়াইক, কৃষ্ণা রায় বর্মন, খগেশ্বর রায় প্রমুখ।

শৌচালয় তৈরির অনুদান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : রাজ্যের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব শৌচালয় দিবস। বুধবার জলপাইগুড়ির এই অনুষ্ঠানে শৌচাগারের জন্য আবেদনকারীদের ১২ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। পাশাপাশি যে সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ভাল কাজ করেছে তাদেরও শংসাপত্র দেওয়া হয়। ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম, অতিরিক্ত জেলাশাসক রৌনক আগরওয়াল, ধূপগুড়ি মহকুমাশাসক শ্রদ্ধা সুব্বা-সহ অনেকে।

■ কলামন্দিরে সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান। সম্মাননা তুলে দেওয়া হচ্ছে ড. এল সুব্রহ্মণ্যমকে। রয়েছেন গৌতম ঘোষ, শ্রীকান্ত আচার্য ও অন্তরা চৌধুরী।

প্রত্যাহার করুন 'সার'

(প্রথম পাতার পর) এখন নির্বাচনের মুখে কমিশন তাদের রাজনৈতিক গুরুদের খুশি করার জন্য ২ মাস সময়ে এসআইআর করছে। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে বিএলও-দের উপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই আমি নির্বাচন কমিশনকে বিবেক দিয়ে কাজ করার এবং আরও প্রাণহানির আগে অবিলম্বে এই অপরিকল্পিত অভিযান বন্ধ করার আবেদন জানাচ্ছি। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট শেয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ লেখেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্দয়। অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ও অতিরিক্ত কাজের অমানবিক চাপে মূল্যবান জীবন ঝরে গেল। নিরীহ মানুষের এই মৃত্যুর দায় আপনাদেরই।

ভুল নথিতে বাতিল হয়ে যাবে প্রার্থিপদ

(প্রথম পাতার পর) কমিশনের তরফে আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নীতীশরঞ্জন বর্মন ও নারায়ণচন্দ্র পাল ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ। দু-জনের নামের বানানে গণ্ডগোল রয়েছে। বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখছে এসএসসি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই বলা ছিল বিশেষভাবে সক্ষমদের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু যদি আদালত এখন বলে তাহলে তাঁদের বাদ দেওয়া হবে। কল্যাণের সাফ কথা, কিছু লোক থাকে সমস্ত কিছুকে পণ্ড করার জন্য। মামলার গ্রহণযোগ্যতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এরা প্রত্যেকে অকৃতকার্য প্রার্থী। অতিরিক্ত ১০ নম্বর পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে জানায় এসএসসি।

বোসের বিরুদ্ধে এফআইআর কল্যাণের

(প্রথম পাতার পর) তিনি চিঠিতে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের উসকানি দিয়েছেন আনন্দ বোস যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে। উল্লেখ্য, বিজেপির উসকানিতে এর আগেও রাজ্যপাল অকারণে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন। বিতর্কিত কথা বলে সমস্যা তৈরি করেছেন। বিধানসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হোক কিংবা বিল সই করা দিন— সব ক্ষেত্রেই জটিলতা তৈরি করেছেন।

প্রেমে প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ? স্কুলে যাওয়ার পথে এক নাবালিকাকে কুপিয়ে খুন করল প্রতিবেশী যুবক। তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম এলাকার চেরাকোট্টাইয়ের ঘটনা। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে

লজ্জা! ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শীর্ষে বিজেপি রাজ্যই

নয়াদিল্লি: লজ্জা, অপমান মানবিকতার। এর নামই কি সামাজিক ন্যায়বিচার? কেন্দ্রের তথ্যই বলছে, ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে সারা দেশে যত মানুষের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোই। বিজেপি শাসনের এই লজ্জাজনক দিকটা

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। সংসদে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রামদাস অঠাওয়ালে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট—ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোই। সবচেয়ে করুণ দশা মহারাষ্ট্রের। মৃত্যুর সংখ্যা ৬৩। তারপরেই হরিয়ানা। এখানে ময়লা পরিষ্কার করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ৫১ জনের। বিজেপি শাসিত গুজরাত এবং উত্তরপ্রদেশ, এই ২ রাজ্যেই মৃত্যুসংখ্যা ৪৯। বাংলায় কিন্তু এই ধরনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে নগণ্য।

সমাজমাধ্যমে এই নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। লিখেছে, যেখানে শালীন রাজনৈতিক কথোপকথনের কথা উঠে আসে, সেখানে একথা স্পষ্ট — আমরা সেই দলের কাছ থেকে শিষ্টাচারের পাঠ নেব না, যাদের প্রধানমন্ত্রী, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে কটূক্তি করেন, যাদের নেতারা বাঙালিদের অপমান করতে "বাংলাদেশি-রোহিঙ্গা" শব্দকে কু-ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহার করেন, আর যাদের সাংসদরা সংসদের মেঝেতে বসেই অনায়াসে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য ছুঁড়ে দেন।

তবে হ্যাঁ, একটা বিষয়ে আপনারা ঠিকই বলেছিলেন— বিজেপিকে নর্দমার ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উচিত হয়নি। কারণ এখন বুঝতে পারছি, এতে নর্দমায় বসবাসকারী প্রাণীদেরই অপমান করা হত!

বন্ধ পাক-আকাশসীমা, চিনে বিকল্প রুট চাইছে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি: পাক আকাশসীমার বিকল্প চিনের আকাশসীমা? সেইরকমই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় এয়ার ইন্ডিয়া। পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবার চিনের আকাশসীমায় প্রবেশাধিকার চাইছে এয়ার ইন্ডিয়া। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সামাল দিতে তারা এবারে চিনের শিনিজিয়াং প্রদেশের আকাশসীমা সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে চায়। যদি সেই অনুমতি মেলে তবে আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত নিঃসন্দেহে আগের চেয়ে অনেক সহজ হবে বলে মনে করছেন বিমান সংস্থার কর্তারা। খরচও যেমন কমবে, বাঁচবে সময়ও। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতেই কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছে উড়ান কর্তৃপক্ষ। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার হাতে এসেছে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি অপ্রকাশিত রিপোর্ট। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে এই খবর। লক্ষণীয়, ২০২০-তে লাদাখকে কেন্দ্র করে ভারত-চিনের মধ্যে যে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল, তারই প্রেক্ষিতে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ২ প্রতিবেশী দেশের মধ্যে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে গলেছে আকাশপথের বরফ। ফের শুরু হয়েছে দু'দেশের মধ্যে বিমান চলাচল। অন্যদিকে পহেলগাঁওতে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের গণহত্যা এবং ভারতের প্রত্যাঘাতের পরে ভারত এবং পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ পরস্পরের জন্য। ফলে ঘুরপথে বিমান নিয়ে যেতে গিয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। সময়ও যাচ্ছে প্রচুর। এই অবস্থায় চিনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানসূত্র বের করার জন্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইছে এয়ার ইন্ডিয়া।

প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বর গণ-অবস্থান তৃণমূলের

বাংলার গদ্দারদের কায়দাতেই হুমকি ত্রিপুরার বিজেপি বাহিনীর

আগরতলা: এসআইআর শুরু হওয়ার আগেই ত্রিপুরায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে সে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। বেছে বেছে বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে বাসিন্দাদের হুমকি দিচ্ছে বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বলছে, তোমাদের নাম ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নেই। কারও কাছে চাওয়া হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট, কোথাও বলা হচ্ছে, তোমরা বাংলাদেশি। অবিলম্বে চলে যাও এখান থেকে। বিজেপি বুঝিয়ে দিচ্ছে, তারা কতটা বাঙালি-বিদ্বেষী। বিএলও বলে পরিচয় দিয়ে তাদের দোসর হয়েছে কিছু লোক। বুধবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেছেন, ত্রিপুরা যুব তৃণমূল সভাপতি শান্তনু সাহা। এর প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বর সেখানে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে দু-ঘণ্টার গণ-অবস্থানের ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল।

তৃণমূলের অভিযোগ, এখনও ত্রিপুরায় এস আই আর শুরু হয়নি। কোনও বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়নি। হবে বলেও কিছু বলা হয়নি। তার আগেই এখানে চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি। শাসাচ্ছে। ত্রিপুরার জনগণের প্রতি তাঁর আশ্বাস, আতঙ্কিত হবেন না, বিভ্রান্ত হবেন না। নির্বাচন কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ না আসা পর্যন্ত যে যাই বলুক, ভয় পাবেন না। পাশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও একইভাবে পরিস্থিতির

এসআইআর

শিকার হচ্ছে। ভয়ে কেউ আত্মহত্যা করছেন, কারও হার্ট অ্যাটাক হয়ে মৃত্যু হচ্ছে। এই ধরনের হুমকি এবং হেনস্থার ঘটনা ঘটলে মানুষের পাশে থাকবে তৃণমূল। শান্তনুর কথায়, বাংলার বিজেপির মতোই এসআইআরের নামে ত্রিপুরায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে বিজেপি। এসআইআরের নামে বাঙালিদের বলা হচ্ছে বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা। কিন্তু যাঁরা ভারতীয়, ভারতে জন্ম, তাঁদের একথা বলা হচ্ছে কোন যুক্তিতে? তৃণমূলের স্পষ্ট অবস্থান, যাঁরা ভারতীয়, যাঁরা ভারতীয় সংবিধান মেনে চলবেন, তাঁদের পাশে থাকবে দল। কোনও ভারতীয়র নাম বাদ দিতে দেবে না তৃণমূল। জাতি,ধর্ম,ভাষা— সবকিছুর উপরে উঠে মানুষের জন্য কাজ করবে তৃণমূল। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে ত্রিপুরার তৃণমূল নেতা অভিযোগ করেছেন, যে যে রাজ্যে বিজেপি-বিরোধী দল ক্ষমতায় আছে, সেই সেই রাজ্যেই নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে এসআইআরের নামে চক্রান্ত করছে বিজেপি। বাদ দেওয়া হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নাম। হেনস্থা এবং হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তৃণমূলের সাফ কথা, ভারতে বাঙালি ছিল, আছে, থাকবে। ত্রিপুরায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য, এটা আটকানোর দায়িত্ব কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের। কিন্তু তারা পুরোপুরি ফ্লপ।

বদলে যাচ্ছে আধারের নকশা

নয়াদিল্লি: আমূল বদলে যাচ্ছে আধার কার্ডের ডিজাইন। একান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় তথ্যচুরি বন্ধ করতেই এই বদল আসছে ডিসেম্বরেই। এমনই জানিয়েছেন ইউআইডিএআই সিইও ভুপেশ কুমার। জানা গিয়েছে, নতুন নকশায় আর থাকবে না নাগরিকদের নাম, ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত তথ্য। থাকবে শুধুমাত্র ছবি এবং কিউ আর কোড। এখানেই সযত্নে রক্ষিত থাকবে নাগরিকের যাবতীয় তথ্য। অবশ্যই চরম গোপনীয়তার সঙ্গে। কিন্তু সেটি স্ক্যান করার জন্য জরুরি নতুন আধার অ্যাপ। এম আধার অ্যাপের জায়গা নেবে সেই নতুন আধার অ্যাপ। ওই অ্যাপেই স্ক্যান করতে হবে কিউ আর কোড। তবেই মিলবে সংশ্লিষ্ট নাগরিকের প্রয়োজনীয় তথ্য। লক্ষণীয়, অনেক সময়ই হোটেল হোটেল বা অন্য সংস্থা আধার কার্ড চায়। কৌশলে সংগ্রহ করে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য। আইনত যা করা যায় না। এমনকী রাখা যায় না আধারের ফটোকপিও। এই বেআইনি কাজ রুখতেই এবার নকশা বদলের ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত।

মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শহিদ পদকপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার

রায়পুর: সাহসিকতার জন্য দুবার পদক পেয়েছিলেন তিনি। ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন সেই পুলিশ আধিকারিক আশিস শর্মা। ৪০ বছর বয়সের আশিস মধ্যপ্রদেশের হক ফোর্সের ইন্সপেক্টর ছিলেন। একের পর এক মাওবাদী খতম অভিযানে তিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। বুধবার ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় কাঞ্ছুরার জঙ্গল এলাকায় মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ই গুলির লড়াই শুরু হয় দু-পক্ষে। পেটে গুলি লাগে তাঁর। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে অন্ধ্রের আলুরি সীতারাম রাজু জেলার মারেদুমিলির জঙ্গলে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে ৩ মহিলা-সহ ৭ মাওবাদী।

নীতীশের শপথের আগেই তুমুল খেয়োখেয়ি চলছে গেরুয়া শিবিরে

পাটনা: হার মানল বিজেপি। ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে মহারাষ্ট্রের ফর্মুলা চলল না বিহারে। মহারাষ্ট্রে ব্যাপক খেলাধুলো করে একনাথ শিন্ডেকে সরিয়ে যেভাবে দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়েছিল বিজেপি, সেই ফর্মুলা কাজে লাগলো না বিহারে। বিধানসভা ভোটে বড় জয়ের পরে শাসক জোটের অন্দরে প্রবল চাপের মুখে পিছু হটে শেষ পর্যন্ত নীতীশ কুমারকেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিতে বাধ্য হল বিজেপি। আজ বৃহস্পতিবার পাটনার গান্ধী ময়দানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন নীতীশ কুমার। এবার নিয়ে দশমবার তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন।

এদিকে, বিহারে নতুন সরকার গঠনের আগেই এনডিএ শিবিরে গোষ্ঠীকলহ শুরু হয়েছে। এর প্রধান কারণ রাজ্যের বিধানসভার স্পিকার পদ। বিজেপি বা জেডি(ইউ) কেউই এই পদ ছাড়তে

বিতর্ক উপমুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যক্ষপদ নিয়ে

নারাজ। যদি সরকারের অন্দরের সমীকরণে কোনও সমস্যা হয় এবং স্পিকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়, তখন গোটা পরিস্থিতির রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার জন্যই মরিয়া হয়ে স্পিকার পদ নিয়ে আকচা-আকচি শুরু করেছে দুই দল।

এর পাশাপাশি এনডিএ-র শাসক দলগুলির মধ্যে প্রবল লড়াই চলছে রাজ্যের মন্ত্রিপদ নিয়েও। সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার নীতীশ কুমারের পাশাপাশি শপথ নিতে পারেন আরও ২২ জন মন্ত্রী। এর মধ্যে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি, জিতন রাম মাঝির দল হাম এবং উপেন্দ্র কুসওয়াহার দল আরএলএম-র জয়ী বিধায়করা থাকবেন বলেই খবর। দড়ি টানাটানি হচ্ছে নীতীশ কুমারের উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়েও। শেষ পর্যন্ত কোন দলের কোন বিধায়ক উপ মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন, সেদিকে লক্ষ্য থাকছে সবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিবেশ ও প্রকৃতি-বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের জন্য এবার থেকে প্রতি বছর দেশের এক সাংবাদিককে ‘জুবিন গর্গ জাতীয় পরিবেশ রিপোর্টিং পুরস্কার’ দেওয়া হবে। নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করল দক্ষিণ এশিয়া জলবায়ু পরিবর্তন সাংবাদিক ফোরাম

লালকেল্লা-কাণ্ডের মূল কেন্দ্র আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়

বিজেপি রাজ্যেই অবাধে সন্ত্রাসের চাষ?

হামলার পর নিখোঁজ ১০, তদন্তে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য

ফরিদাবাদ : বিজেপি রাজ্যেই অবাধে সন্ত্রাসের চাষ! হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল চক্রান্ত হয়েছিল, উঠে আসছে তদন্তে। গোয়েন্দা সূত্রে বিস্ফোরক ইঙ্গিত, বিজেপি শাসিত হরিয়ানার এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কার্যত পাক-মদতপুষ্ট ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে। কিন্তু লালকেল্লার সামনে আত্মঘাতী হামলার আগে কেন এই বিপজ্জনক জঙ্গি নেটওয়ার্কের খোঁজ পেল না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, সেই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠছে। ১৫ জনের মৃত্যুর বিনিময়ে অবশেষে টনক নড়েছে প্রশাসনের। গোয়েন্দা তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এখন দেখা যাচ্ছে, আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কমপক্ষে ১০ জন ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের নাগাল পেতে হন্যে হয়ে খুঁজছেন গোয়েন্দারা। বুধবার এনডিটিভিকে দেওয়া ইন্টেলিজেন্স সূত্রে জানা যাচ্ছে, নিখোঁজদের মধ্যে অন্তত তিনজন কাশ্মীরি

শিক্ষার্থী বা কর্মী রয়েছেন এবং তাদের মোবাইল ফোনগুলি বর্তমানে বন্ধ। এই ঘটনাকে লালকেল্লা বিস্ফোরণের তদন্তে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব না হলেও গোয়েন্দা ইনপুটগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে নিখোঁজ ব্যক্তিরা সেই ‘সন্ত্রাসবাদী ডাক্তার’ মডিউলের অংশ হতে পারে, যারা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জ্বালানি তেল দিয়ে ভর্তি একটি হুন্ডাই আই-২০ গাড়িকে লালকেল্লার বাইরে বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিস্ফোরণ ছিল দিল্লিতে গাড়িতে স্থাপিত বিস্ফোরক ডিভাইস ব্যবহারের প্রথম ঘটনা, যেখানে ১৫ জন নিহত হন এবং এর নেপথ্যে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের একটি সেল কাজ করছিল বলে জানা যাচ্ছে। এর আগে জানা গিয়েছিল, জইশ-ই-মহম্মদ আরও আত্মঘাতী বা ‘ফিদায়েইন’ হামলা চালানোর জন্য ডিজিটাল উপায়ে (যার মধ্যে সাদাপে নামক একটি পাকিস্তানি অ্যাপও রয়েছে) ‘ডোনেশন’-এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ডাক দিয়েছে। একইসঙ্গে মহিলা-নেতৃত্বাধীন হামলারও ছক কষা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই জইশ-এর একটি ‘মহিলা শাখা’ রয়েছে, যার নাম জামাত উল-মুমিনাত, এবং পুলওয়ামা হামলার সামরিক প্রতিক্রিয়ার পর এটি পুনর্গঠিত হয়। লালকেল্লা বিস্ফোরণের অন্যতম প্রধান সন্দেহভাজন— ডাঃ শাহিনা সাঈদ, যার কোডনেম ছিল ‘ম্যাডাম সার্জন’, তিনিও এই মহিলা শাখার সদস্য ছিলেন। বিস্ফোরণে নিহত আই-২০ গাড়ির চালক ছিলেন ডাঃ উমর মোহাম্মদ। এই হামলার ঘটনায় আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজের তিন ডাক্তার-সহ মোট নজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকিও গ্রেফতার হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাকে সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সংক্রান্ত অর্থ পাচারের একটি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট গ্রেফতার করেছে। এই ধারাবাহিক গ্রেফতারি এবং ১০ জন ব্যক্তির রহস্যজনক নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দিল্লিতে একটি বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের অস্তিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করছে, যার শিকড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভীরে প্রোথিত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দূষণের মধ্যে খেলাধুলো করার অর্থ শিশুদের গ্যাস চেম্বারে রাখার ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি: শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে নয়া নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। রাজধানী দিল্লিতে ক্রমশ খারাপ হতে থাকা বায়ুদূষণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে যে, স্কুলগুলির খেলাধুলার কার্যক্রম দূষণমুক্ত মাসগুলিতে স্থানান্তরিত করতে হবে। বুধবার আদালতের পক্ষ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে বলা হয়, দূষণের মাত্রা যখন শীর্ষে থাকে, সেই নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে শিশুদের বাইরে খেলাধুলা করার অনুমতি দেওয়া মানে তাদের ‘গ্যাস চেম্বারে’ ঠেলে দেওয়া। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। অ্যামিকাস কিউরি অপর্ণা সিং আদালতকে জানান, দিল্লি সরকার ঠিক এই চরম দূষণের সময়েই ১৬ বছরের কম এবং ১৪ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তঃ-জোনাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শিশুরা দূষণের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ দূষণের মরসুমে আউটডোর খেলাধুলার ফলে তাদের মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের এই সাম্প্রতিক নির্দেশটি এসেছে এমন এক সময়ে, যখন শীর্ষ আদালত দু সপ্তাহ আগে এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশনকে একটি হলফনামা দাখিল করতে বলেছিল, যাতে

সুপ্রিম কোর্টের কড়া মন্তব্য

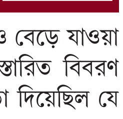

দিল্লি-এনসিআর-এ বায়ু দূষণ আরও বেড়ে যাওয়া রুখতে নেওয়া পদক্ষেপগুলির বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। আদালত আগেই সতর্কতা দিয়েছিল যে কর্তৃপক্ষকে নিষ্ক্রিয় না থেকে আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে দূষণের মাত্রা 'গুরুতর' পর্যায়ে না পৌঁছায়। গত সপ্তাহে দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ‘গুরুতর’ শ্রেণিতে নেমে যাওয়ায় অ্যামিকাস কিউরি গত ১২ নভেম্বরের শুনানিতে আদালতে বলেন, দূষণের মাত্রা ক্রমাগত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ এবং নীতিগত প্রয়োগের জন্য বাস্তব প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করে তিনি বেঞ্চকে বলেন, আমি গত ২০ বছর ধরে এই বিষয়টি দেখছি। সরকার এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কিছুই বদলায়নি। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আদালতের কাছে সর্বশেষ দাবি করেন যে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনসিআর জুড়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, নির্মাণ-ধুলো, যানবাহনের নির্গমন এবং অন্যান্য দূষণের উৎস নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, এবং এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশন ও সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড উভয়ই একাধিক নির্দেশ দিয়েছে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল স্বীকার করেন যে, নীতিগতভাবে ব্যবস্থাগুলি ইতিমধ্যেই আছে, কেবল বাস্তবায়নই একটি সমস্যা। দীর্ঘমেয়াদি নীতি ২০১৮ সাল থেকে এবং গ্র্যাপ কাঠামো ২০২০ সাল থেকে বিদ্যমান থাকলেও এই পরিকল্পনাগুলো কেবল কাগজে অস্তিত্ব নিয়েই রয়েছে, কারণ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডগুলিতে পর্যাপ্ত কর্মী নেই এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাগুলি কর্মহীন পড়ে আছে। প্রধান বিচারপতি সরকারের দীর্ঘমেয়াদী নীতির বিষয়ে সহমত পোষণ করলেও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

ইন্টারপোলে ইউনুস

ঢাকা: বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই হাসিনা ইস্যুতে তৎপরতা বাড়াতে চাইছে অন্তর্বর্তী সরকার। আর তাই ঢাকার ট্রাইবুনালে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে দেশে ফেরাতে চেয়ে এবার ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হচ্ছে মহম্মদ ইউনুস সরকার। বাংলাদেশের একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পর্কে জানানো হয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের মামলায় ঢাকার ট্রাইবুনালে সাজা ঘোষণার পর থেকেই হাসিনাদের বাংলাদেশে ফেরাতে তৎপর হয়েছে সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে হাসিনাদের ফেরত দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রথমে অনুরোধ করা হয়। এক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া প্রত্যর্পণ চুক্তির কথা নয়াদিল্লিকে মনে করিয়ে দিয়েছে ঢাকা। বিবৃতিতে জানানো হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হাসিনা ও আসাদুজ্জামানকে দ্বিতীয় কোনও দেশ যদি আশ্রয় দেয়, তবে তা অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ হবে, যা ন্যায়বিচারের অবমাননার সমতুল্য। ভারতের কাছে বাংলাদেশের আবেদন, অবিলম্বে যেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশের বিবৃতির পাল্টা বিবৃতি জারি করে ভারতের বিদেশমন্ত্রকও। তারা জানায়, ঢাকায় হাসিনাদের সাজা ঘোষণা সম্পর্কে নয়াদিল্লি অবগত। ভারত সর্বদা বাংলাদেশের মানুষের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার পক্ষেই দায়বদ্ধ। যদিও হাসিনাদের ফেরত পাঠানো নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি নয়াদিল্লি।

কাজের চাপে আত্মঘাতী বিএলও

(প্রথম পাতার পর)
সম্প্রতি এসআইআরের কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। বিএলও হওয়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিচ্ছিলেন, জমা নিচ্ছিলেন। তার উপর এসে পড়ে ফর্ম ডিজিটাইজেশনের প্রেসার। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রতিদিন বাড়িতে ফিরে রীতিমতো কান্নাকাটি করতেন শান্তিমণি। এত চাপ নিতে পারছেন না বলেও জানিয়েছিলেন বারবার। বুধবার সকালে বাড়ির উঠোনে মেলে মহিলার ঝুলন্ত দেহ। পরিবারের সদস্যরা খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। খবর পেয়েই মৃত বিএলও-র বাড়িতে যান অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। প্রসঙ্গত, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে নির্বাচন কমিশন। এই প্রক্রিয়া শুরু হবার পর থেকে রাজ্য জুড়ে একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলেছে। ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন অনেকে। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীরা বিএলও-র দায়িত্ব পেয়ে অমানুষিক চাপ সামলাতে পারছেন না। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিএলওরা কিন্তু তার পরেও কোনও সুরাহা মেলেনি। অতিরিক্ত কাজের চাপে দিন কয়েক আগে ব্রেন স্ট্রোকে প্রাণ হারান মেমারির চক বলরামপুরের দু-নম্বর ব্লকের বিএলও-র দায়িত্বে থাকা নমিতা হাঁসদা। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে এর দায় নির্বাচন কমিশন নেবে তো?

রাতের খবর : বুধবার রাতে আরও ২ বিএলও’র অসুস্থ হওয়ার খবর মিলেছে। কোন্নগরের তপতী বিশ্বাস মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। অন্যদিকে রায়গঞ্জের বিএলও কৃষ্ণপদ সরকারও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে।

আত্মহত্যা বাদুড়িয়ার প্রৌঢ়ের

(প্রথম পাতার পর) মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছিলেন। দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছিল তাঁকে। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। স্থানীয়দের সাহায্যে পরিবারের লোকজন তাঁকে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বসিরহাট মর্গে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে ছুটে যান বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজি আবদুল রহিম ওরফে দিলু। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিধায়ক জানান, খুব দুঃখজনক ঘটনা। এসআইআর-আতঙ্কে রাজ্য জুড়ে আত্মহত্যা, মৃত্যু চলছে। অথচ কেন্দ্র বা কমিশনের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছি। পরিবারের দাবি, এসআইআর নিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন শফিকুল। সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, এভাবে মৃত্যু বন্ধ হোক।

রাতের খবর : বুধবার রাতে আর একজনের আত্মহত্যার চেষ্টার খবর। বেলঘরিয়ার প্রফুল্ল কলোনির বাসিন্দা ৬৩ বছরের অশোক সর্দার সিসিআর ব্রিজের কাছে ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দেন। তাঁকে উদ্ধার করে আরজি করে ভর্তি করা হয়। তাঁর গোড়ালি কেটে গিয়েছে। মেয়ে চৈতালি জানিয়েছেন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা-মায়ের নাম ছিল না। দেশ ছাড়ার আতঙ্কে ছিলেন। সেই কারণেই এই পথ বেছে নিয়েছেন বলে তাঁর ধারণা।

চিন্তামণি কর পাখি অভয়ারণ্য। কল্যাণ বাগান নামেও পরিচিত। কলকাতার দক্ষিণে, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে অবস্থিত। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শীতের মরশুমে ঘুরে আসতে পারেন

ঘুরে আসুন কন্যাম

ইলাম জেলার কন্যাম। পূর্ব নেপালের ছোট্ট জনপদ। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঢেউ খেলানো পাহাড়, চা-বাগান, পাইনের জঙ্গল হাতছানি দিয়ে ডাকে। আশপাশেও আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। মন ভাল হয়ে যাবে। সম্প্রতি ঘুরে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মেঘ পাহাড়ের আলাপন

পূর্ব নেপালের ছোট্ট জনপদ কন্যাম। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার দূরত্বে ইলাম জেলায় অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। চোখ ফেরানো যায় না। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কন্যাম ছিল শুধু নেপালিদেরই ছুটি কাটানোর ঠিকানা। আজকাল উত্তরবঙ্গের মানুষেরাও ছুটে যাচ্ছেন। যেসব পর্যটক দার্জিলিং, কালিম্পং বেড়াতে যান, তাঁরাও অনেকেই ঘুরে আসেন এই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে। কম খরচে, অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যায় ছিমছাম বিদেশ ভ্রমণ।

কী আছে কন্যামে? ঢেউ খেলানো পাহাড়। চা-বাগান। পাশে পাইনের জঙ্গল। ফুলের বাগান। রাস্তার ধারে ছোট্ট ছোট্ট ক্যাফে। সিঙ্গালিলার অংশ ইলাম। কন্যাম তার-ই ছোট্ট গ্রাম। চা-বাগানের মাঝেই রয়েছে টি ফ্যাক্টরি। বহু মানুষ কাজ করেন। বাগানের সিঁড়িপথ ধরে পাহাড়ের উপর উঠলে, পৌঁছনো যায় ভিউ পয়েন্টে। সেখান থেকে আরও সুন্দরী দেখায় কন্যামকে।

রাস্তার এক পাশে রয়েছে আরও একটি ভিউ পয়েন্ট। এই ভিউ পয়েন্টটি আবার পাহাড়ের খাদের ধারে। ইংরেজিতে লেখা কন্যাম। এখানকার মূল রাস্তার দুই ধারেই বসে ছোট্ট মেলা। মূল বাজার যদিও এটা নয়। পর্যটকদের জন্যই কয়েকটি অস্থায়ী দোকানপাট রয়েছে। পাওয়া যায় থুকপা, মোমো, ম্যাগি-সহ নানারকম খাবার। স্থানীয়দের মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে। খুব সহজেই পর্যটকদের আপন করে নিতে পারেন।

কন্যামে প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগও রয়েছে। কিন্তু মেঘেদের আনাগোনা বেশি থাকলে, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস বন্ধ থাকে। আছে গ্লাস স্কাই ওয়াক। বুকে সাহস নিয়ে টিকিট কেটে বহু মানুষ ওঠেন, কাচের মেঝের উপর পা রেখে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়ান। হাঁটতে হাঁটতে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং রোমাঞ্চিত হন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে স্কাই ওয়াক থেকে দেখা যায় দূরে দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজে মোড়া পাহাড়। মেঘ বা কুয়াশা থাকলে পরিবেশ অন্যরকম হয়ে যায়। তখন মনে হয়, এ যেন কোনও এক মায়াজগৎ। স্কাই ওয়াকের কাছেই আছে বড় দোলনা। অনেকেই খুশি মনে দোল খান।

আশপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। কন্যাম থেকে অনায়াসে ঘুরে নেওয়া যায় শ্রী আন্তু। নেপালের মানুষদের কাছে তো বটেই, জায়গাটা দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের মানুষদের কাছেও ভীষণ পরিচিত এবং প্রিয়। একটা কৃত্রিম লেককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোট্ট পর্যটন কেন্দ্র। এক ধারে সবুজ চা-বাগান আর এক পাশে পাইনের জঙ্গল। তারই ফাঁকে রয়েছে হোমস্টে এবং ক্যাফে। নেপালের প্রধান খাবার ডাল-ভাতের পাশাপাশি এখানে কন্টিনেন্টাল খাবারও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

পর্যটকের ভিড়

ঘুরে আসা যায় জেলা শহর ইলাম। জায়গাটা 'গরিবের বিদেশ' নামেও পরিচিত। একটি সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র। এখানেও চা-বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। এখানকার চায়ের স্বাদ অসাধারণ। সবমিলিয়ে মন ভাল হয়ে যাবে।

কন্যাম, শ্রী আন্তু, ইলম ভ্রমণের জন্য ভারত থেকে যাওয়াই সহজ। তবে নেপালে প্রবেশের সময় এবং স্থানীয় ভ্রমণের সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে রাখা জরুরি।

স্কাই ওয়াক

কীভাবে যাবেন?

কন্যাম দু'ভাবে যাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে পানিট্যাঙ্কি দিয়ে ভারত-নেপাল সীমান্ত পার করতে হবে। তার পরে ধুলাবাড়ি মার্কেট হয়ে চারালি পৌঁছাতে হবে। এই চারালি থেকে কন্যাম যাওয়ার শেয়ার গাড়ি পাওয়া যায়। মাথাপিছু ৩০০ নেপালি রুপি নেয়। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৮৮ টাকা। কন্যাম যাওয়ার আর একটি রাস্তা হল পশুপতি ফটক। এখান দিয়ে সীমান্ত পার করলেই চোখে পড়বে শয়ে শয়ে শেয়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মাথাপিছু ৩০০ নেপালি রুপি দিয়ে পৌঁছনো যায়। অনেক সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেও কন্যাম যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো রিজার্ভ করে যেতে হবে। তার ভাড়াও আকাশছোঁয়া।

কোথায় থাকবেন?

কন্যামে হাতেগোনা কয়েকটা হোম-স্টে রয়েছে। ঘরের ভাড়া ১,০০০ নেপালি রুপি থেকে শুরু। এখানে খাওয়ার খরচ আলাদা। নেপালি ভাত-ডাল থালির দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫০০ টাকা। তবে এখানে প্রচুর ক্যাফে রয়েছে, যেখানে কন্টিনেন্টাল খাবারের দাম তুলনায় কম। নেপালের এই অঞ্চলে ভারতীয় মুদ্রা চলে। তবে সীমান্ত পার হওয়ার সময় কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করে নেওয়াই ভাল। এতে খরচ কম হয় এবং কোনও সমস্যায় পড়তে হয় না। হাতে ৭-৮ হাজার টাকা থাকলেই অনায়াসে ঘুরে নেওয়া যায় নেপালের এই ছোট্ট জনপদ। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসার প্রয়োজন নেই। তবে পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা অন্য কোনও বৈধ ভ্রমণ-নথি সঙ্গে রাখতে হবে। সীমান্ত পার হওয়ার সময় টোল ফি এবং পরিবহণ পারমিটের জন্য অর্থ প্রদান করতে হতে পারে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দাবা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হার ভারতীয় দাবাড়ু অর্জুন এরিগাইসির

শীর্ষে মিচেল

দুবাই : রোহিত শর্মাকে সরিয়ে আইসিসি ওয়ান ডে র‍্যা ঙ্কিংয়ে নতুন এক নম্বর ব্যাটার হলেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। ৪৬ বছর পর দ্বিতীয় কিউয়ি ব্যাটার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন মিচেল। এর আগে ১৯৭৯ সালে গ্লেন টার্নার ওয়ান ডে ক্রিকেটে সেরা ব্যাটারের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এরপর মার্টিন ক্রো, কেন উইলিয়ামসন, রস টেলররা বিভিন্ন সময়ে প্রথম পাঁচে থাকলেও কখনও আইসিসি ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠতে পারেননি। রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের সপ্তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করে এই কীর্তি গড়লেন মিচেল। ম্যাচে অবশ্য চোট পেয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যা ঙ্কিংয়ে প্রথম পাঁচে উঠে এসেছেন।

১০০তম টেস্ট

ঢাকা : বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে ১০০ টেস্ট খেলার নজির গড়লেন মুশফিকুর রহিম। বুধবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে মিরপুর টেস্টে তিনি এই কীর্তি গড়ছেন। এবার আরও একটি রেকর্ডের সামনে মুশফিকুর। দিনের শেষে তিনি ৯৯ রানে অপরাজিত রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এক রান যোগ করলেই, বিশ্বের ১১তম ক্রিকেটার হিসাবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি হাঁকানোর গৌরব অর্জন করবেন মুশফিকুর। তিনি ছাড়া এদিন হাফ সেঞ্চুরি করেছেন মোমিনুল হক (৬৩ রান)। মুশফিকুরের সঙ্গে ৪৭ রানে অপরাজিত আছেন লিটন দাস। বাংলাদেশ ৪ উইকেট হারিয়ে ২৯২ রান তুলেছে।

স্পেনের সঙ্গে বিশ্বকাপে দেড় লাখের দেশ কুরাকাও

ইতিহাস গড়ে উৎসব কুরাকাও ফুটবলারদের।

কিংস্টন, ১৯ নভেম্বর : জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম হিসাবে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে কুরাকাও। কিংস্টনের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে জামাইকার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার সঙ্গে সঙ্গেই মূলপর্বের টিকিট আদায় করে নেয় দেড় লক্ষ জনসংখ্যার কুরাকাও। তারা ভেঙে দিয়েছে আইসল্যান্ডের রেকর্ড। ২০১৮ বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছিল ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার জনসংখ্যার আইসল্যান্ড। সেই নজির টপকে গেল কুরাকাও।

কনকাকাফ অঞ্চলের বাছাই পর্বে নিজেদের গ্রুপে অপরাজিত থেকেই বিশ্বকাপ খেলবে কুরাকাও। জামাইকার বিরুদ্ধে কোচ ডিক অ্যাডভোকেটকে পায়নি কুরাকাও। ব্যক্তিগত কারণে তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোচকে ছাড়াই ইতিহাস গড়ল ছোট্ট এই দেশ। ম্যাচের পর উৎসবে মেতে ওঠেন কুরাকাওয়ের ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফরা। কনকাকাফ থেকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে হাইতি এবং পানামাও। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ খেলবে পানামা। তারা এল সালভাদোরকে ৩-০ গোলে হারিয়ে টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে, হাইতি ২-১ গোলে হারিয়েছে নিকারাগুয়াকে।

অন্যদিকে, ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে গিয়েছে স্পেন, স্কটল্যান্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ড। বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচে তুরস্কের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে স্পেন। দানি ওলমোর গোলে স্পেন এগিয়ে গেলেও, দেনিজ গুল ও সালিহ ওজকানের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তুরস্ক। তবে ৬২ মিনিটে মিকেল ওয়ারজাবালের গোলে ২-২ করে ফেলে স্প্যানিশরা। স্কটল্যান্ড আবার ডেনমার্ককে ৪-২ গোলে হারিয়ে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে উঠেছে। ম্যাচটা ড্র করলেই বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে যেত ডেনমার্ক। কিন্তু হেরে যাওয়াতে ড্যানিশদের এবার প্লে-অফ খেলতে হবে। অন্যদিকে, সুইজারল্যান্ড ৭-০ গোলে হারিয়েছে লিচেনস্টাইনকে। অস্ট্রিয়া ড্র করেছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সঙ্গে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে লক্ষ্য-প্রণয়

সিডনি, ১৯ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে বুধবার দাপট দেখালেন ভারতীয় শাটলাররা। এদিন লক্ষ্য সেন এবং এইচ এস প্রণয়-সহ মোট পাঁচজন ভারতীয় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। লক্ষ্য কোর্টে নেমেছিলেন চিনা তাইপের সু লি ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে। ২১-১৭-২১-১৩ সরাসরি গেমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তিনি। অন্যদিকে, প্রণয়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ইয়োহানেস সাউট মার্সেলিনো। ইয়োহানেসের বিরুদ্ধে ৬-২১, ২১-১২, ২১-১৭ ব্যবধানে জেতেন প্রণয়। আয়ুষ শেঠি ২১-১১, ২১-১৫ গেমে হারিয়েছেন কানাডার স্যাম ইউয়ানকে। জয় পেয়েছেন থারুন মান্নেপল্লি এবং কিদাম্বি শ্রীকান্তও। শ্রীকান্ত ২১-১৯, ১৯-২১, ২১-১৫ গেমে হারিয়েছেন লি চিয়া হাওকে। মান্নেপল্লি ২১-১৩, ১৭-২১, ২১-১৯ গেমে পরাস্ত করেছেন ম্যাগনাস জোহানসেনকে।

জয়ী কিউয়িরা

নেপিয়ার : দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৪। প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ২৪৭ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকান শাই হোপ (৬৯ বলে অপরাজিত ১০৯ রান)। ৩৩.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় কিউয়িরা। ডেভন কনওয়ে ৮৪ বলে ৯০ এবং রাচিন রবীন্দ্র ৪৬ বলে ৫৬ রান করেন। টম লাথাম (অপরাজিত ৩৯) ও মিচেল স্যান্টনার (অপরাজিত ৩৪) ম্যাচ শেষ করে আসেন।

পেনাল্টি নষ্ট করে ১-১ ড্র ব্রাজিলের

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোল করছেন তিউনিশিয়ার হাজেম মাসতৌরি।

লিলে, ১৯ নভেম্বর : বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ধাক্কা খেল ব্রাজিল। সেনেগালের বিরুদ্ধে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচ জেতার পর, দ্বিতীয় ম্যাচে তিউনিশিয়ার সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে সেলেকাও বাহিনী। পেনাল্টি নষ্ট করে দলকে ডুবিয়েছেন লুকাস পাকেতা।

ফ্রান্সের লিলেতে আয়োজিত ম্যাচে বল দখলের লড়াইয়ে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন ব্রাজিলীয়রা। কিন্তু কোনও আক্রমণই সেভাবে দানা বাঁধছিল না। উল্টে ২৩ মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল তিউনিশিয়া। গোলদাতা হাজেম মাসতৌরি। পিছিয়ে পড়ে মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় ব্রাজিল। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান এস্তেভাও। এই নিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ চার ম্যাচে চার গোল করে ফেললেন ১৮ বছর বয়সি তরুণ উইঙ্গার।

বিরতির পর জয়সূচক গোলের জন্য আক্রমণের ঝড় তুললেও কাজের কাজটি করতে পারেননি ব্রাজিলীয়রা। ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নিলেও, গোল করতে ব্যর্থ হন পাকেতা। এছাড়াও গোটা দুয়েক সহজ সুযগ হাতছাড়া হয়। ফলে ড্র করেই মাঠ ছাড়ে ব্রাজিল। দলের এই পারফরম্যান্স চিন্তায় রাখবে কার্লো আনচেলোত্তিকে। আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে এখনও নিজের দল পুরোপুরি গুছিয়ে উঠতে পারেননি ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের কোচ। বিশেষ করে, ফরোয়ার্ডদের গোল মিসের বহর, রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আনচেলোত্তির।

ট্রাম্পের নৈশভোজে হাজির রোনাল্ডোও

ওয়াশিংটন, ১৯ নভেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউজের নৈশভোজে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকার সঙ্গে এই নৈশভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন-সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উপস্থিত ছিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, এলন মাস্ক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় আমেরিকা আসার জন্য রোনাল্ডোকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। একই সঙ্গে জানান, তাঁর ছোট ছেলে সিআর সেভেনের অন্ধভক্ত। ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকাতে আসার জন্য ক্রিশ্চিয়ানোকে ধন্যবাদ। আমার ছোট ছেলে ব্যারন ওর ভীষণ ভক্ত। ক্রিশ্চিয়ানোর সঙ্গে দেখা করতে পেরে দারুণ খুশি ব্যারন। আশা করি, এবার থেকে ও আমাকে বাড়তি সমীহ করবে। কারণ ওর হিরোর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের পর এই প্রথম আমেরিকাতে পা রাখলেন রোনাল্ডো। ২০১৭ সালে এক মার্কিন মহিলা রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিলেন। মহিলার দাবি, ২০০৯ সালে একটি হোটেলে ঘটেছিল ওই ঘটনা। সেই সময় তাঁকে অর্থ দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়েছিলেন রোনাল্ডো। পর্তুগিজ তারকা অবশ্য বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। রোনাল্ডোর আইনজীবীরা জানিয়েছিলেন, দু'জনের সম্মতিতেই শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। পরে রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেয় আদালত।

ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে হরমনরা

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : বাইশ গজে ব্যাট-বল হাতে যতটা স্বচ্ছন্দ, ততটাই সাবলীল ফ্যাশন প্যারেডেও! প্রমাণ করলেন হরমনপ্রীত কৌর, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা এবং প্রতিকা রাওয়াল। সদ্য মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের চার তারকাকে এবার দেখা যাবে ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন 'ভোগ'-এর প্রচ্ছদে। সেখানেও দারুণভাবে নিজেদের মেলে ধরেছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় মেয়েরা।

হরমনপ্রীতদের বিশ্বকাপ জয়কে সম্মান জানাতেই এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ওই বিখ্যাত ফ্যাশন ম্যাগাজিন। হরমন, দীপ্তি, শেফালি ও প্রতিকাকে সাজানো হয়েছে হলুদ-সবুজ থিমে। অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও শেফালির পোশাকে রয়েছে সবুজ রং। অন্যদিকে, দীপ্তি ও প্রতিকার পোশাকের রং লেমন ইয়েলো। চারজনকেই দারুণ মানিয়েছে এই নতুন ভূমিকায়। প্রসঙ্গত, হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে কাপ জিতেছে ভারত। দীপ্তি আবার বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের পাশাপাশি সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন। ওপেনার প্রতিকা আবার একটি সেঞ্চুরি-সহ টুর্নামেন্টে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। তবে চোটের জন্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলতে পারেননি। অন্যদিকে, প্রতিকার বদলে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেয়েই ফাইনালে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে সেরা হয়েছিলেন শেফালি।

বিশ্বকাপ জেতার পর আপাতত কোনও ম্যাচ নেই হরমনপ্রীতদের সামনে। আগামী মাসের বাংলাদেশ সফর পিছিয়ে গিয়েছে সেদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। তবে জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেখানে একটি টেস্ট ছাড়া তিনটি টি-২০ ও তিনটি ওয়ান ডে খেলবেন হরমনপ্রীতরা।

বেটিং অ্যাপের সঙ্গে চুক্তি, অ্যাসেজের কমেন্ট্রি প্যানেল থেকে বাদ গ্লেন ম্যাকগ্রা

রিঙ্কুর ১৭৬

কোয়েম্বাটোর : টি-২০ বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত। অথচ সেই রিঙ্কু সিং লাল বলের ফরম্যাটেও জাত চেনাচ্ছেন। রঞ্জিতে টানা দু'টি ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রিঙ্কু এবার টেস্ট দলে ঢোকার দাবিটা জোরালো করলেন। বুধবার তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ২৪৭ বলে ১৭৬ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছেন রিঙ্কু। যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান। রিঙ্কুর দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে তামিলনাড়ুর প্রথম ইনিংসের ৪৫৫ রান টপকে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৪৬০ রান)। ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে তিন পয়েন্ট পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ।

'এ' দলের হার

রাজকোট : দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ৭৩ রানে হার ভারত এ দলের। যদিও তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছেন তিলক ভার্মারা। বুধবার প্রথমে ব্যাট করে দুই ওপেনার লুয়ান ড্রে প্রিটোরিয়াস ও রিভাল্ডো মুনসামির সেঞ্চুরির সুবাদে ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৫ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা এ। প্রিটোরিয়াস ৯৮ বলে ১২৩ ও রিভাল্ডো ১৩০ বলে ১০৭ রান করেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৯.১ ওভারে ২৫২ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত এ। কিছুটা লড়াই করেন ঈশান কিশান (৫৩) ও আয়ুষ বাদোনি (৬৬)।

বাংলাদেশের কাছেও হার, ভারতীয় ফুটবলে ডামাডোল

কল্যাণের ইস্তফা দাবি শিশির, আলভিটোদের

প্রতিবেদন : ২০০৩ সালে শেষ বার ফুটবলে বাংলাদেশের কাছে হেরেছিল ভারত। ২২ বছর পর সেই পদ্মায় বিসর্জন ভারতীয় ফুটবলের। ক্রীড়া প্রশাসন চালানোর অনভিজ্ঞতায় আইএসএল, আই লিগ শুরু করতে না পেরে দেশের ফুটবলে অচলাবস্থা তৈরি করেছে ফেডারেশনে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ডামাডোলের প্রভাব পড়েছে জাতীয় দলের পারফরম্যান্সেও। এখন বাংলাদেশের কাছেও হেরে লজ্জায় মুখ ঢাকতে হচ্ছে ভারতকে। ভারতীয় ফুটবল আর কত নিচে নামবে কল্যাণ জমানায়! ব্যর্থতার দায় নিয়ে অযোগ্য ফেডারেশন সভাপতির পদত্যাগ দাবি করছেন প্রাক্তনরা।

জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার আলভিটো ডি'কুনহা সরব ফেডারেশন সভাপতির বিরুদ্ধে। কল্যাণের ইস্তফা দাবি করছেন আলভিটো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের কাছেও আমাদের হারতে হচ্ছে। এটা হজম করতে পারছি না। ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরে যাওয়া উচিত কল্যাণ চৌবের। হতে পারে ওর কিছু পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আইএসএল, আই লিগ শুরু করতে পারেনি। জাতীয় দলের বেহাল পারফরম্যান্স। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এর দায় ওকে

নজর কাড়লেন একমাত্র সানন।

নিতেই হবে।

ভারতীয় দলের আর এক প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ সরব কল্যাণ ও জাতীয় কোচ খালিদ জামিলের বিরুদ্ধে। দুই প্রধানে খেলা শিশির ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ ম্যাচের দলে মোহনবাগান ফুটবলাররা না থাকায়। তিনি বলেন, একজন কোচ কেন বিশেষ একটি ক্লাবের ফুটবলারদের প্রতি বিদ্বেষ দেখিয়ে বাদ দেবে? ফেডারেশন সভাপতির নির্দেশ ছাড়া এটা হতে পারে না। কল্যাণ নিজে ফুটবলার ছিল। তাহলে খালিদ জামিলকে কেন ও বলল না, মোহনবাগান ফুটবলারদের দলে রাখতে হবে। আগে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এগিয়ে আসতেন কোনও সমস্যা হলে। কল্যাণ গত দু'বছরে ভারতীয় ফুটবলকে ক্রমশ নামিয়েছে। চেয়ার আঁকড়ে না থেকে ব্যর্থতার দায় নিয়ে এবার সরে যাক। তাতেই ভারতীয় ফুটবলের কল্যাণ হবে।

প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রশাসনে যোগ্য লোক দরকার। সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। টুর্নামেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সর্বোপরি কোচেদেরও ট্রেনিং দিতে হবে। ভাল কোচের অধীনে প্রতিভাবানদের সঠিক পরিচর্যা হবে। যত বেশি ফুটবলার উঠে আসবে, জাতীয় দলও উপকৃত হবে।

সুপ্রিম কোর্টে শর্ত শিথিলের আর্জি

প্রতিবেদন : আইএসএল আয়োজন করার জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ডাকা টেন্ডারে কেউ অংশগ্রহণ করেনি। এফএসডিএল-সহ কোনও সংস্থাই দরপত্র জমা দেয়নি। টেন্ডারের কয়েকটি শর্ত নিয়েই আপত্তি ছিল রিলায়েন্স-সহ আগ্রহী সংস্থাগুলির। আইএসএলের ভবিষ্যৎ এখন সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার ফেডারেশনের বিড মূল্যায়ন কমিটির প্রধান তথা প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও আইএসএলের জন্য কোনও দরপত্র জমা না পড়া নিয়ে রিপোর্ট দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, তিনি সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছেন, টেন্ডারের কিছু আর্থিক শর্ত পুনর্বিবেচনার জন্য।

সূত্রের খবর, আইএসএল চালানোর জন্য যে গভর্নিং কাউন্সিল বা পরিচালন কমিটি গড়া হবে, সেখানে ফেডারেশন ও লিগের আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধি সমান রাখার অনুরোধও সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছেন বিইসি-র (বিড মূল্যায়ন কমিটি) প্রধান। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি রয়েছে। বুধবার বিড মূল্যায়ন কমিটিকে একটি খসড়া রিপোর্ট পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। জানা গিয়েছে, সংশোধিত গঠনতন্ত্রে থাকা আইএসএলে প্রোমোশন এবং অবনমন নিয়মে শিথিলতা আনতে পারে আদালত। এআইএফএফ এবং এএফসি-র মধ্যে চুক্তি বিবেচনা করে অবনমন চালুর আগে শীর্ষ লিগকে ৩-৫ বছর সময় দেওয়া হতে পারে। এদিনই ১২টি ক্লাবের জোট আইএসএল শুরু করতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করেছে। চেন্নাইয়িন এফসি এবং ওড়িশা জোটের মধ্যে নেই।

বুধবারই আবার রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক ছিল ফেডারেশনের। সংশোধিত গঠনতন্ত্রে থাকা বিতর্কিত 'এক ব্যক্তি, এক পদ' শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য রাজ্য সংস্থাগুলিকে চাপ দিচ্ছে এআইএফএফ।

বোলিং ব্যর্থতায় বাংলার ড্র

ব্যর্থ শাহবাজের লড়াই

চার উইকেট শাহবাজের। বুধবার কল্যাণীতে

প্রতিবেদন : যে ম্যাচ থেকে ছয় বা সাত পয়েন্ট আশা করেছিল বাংলা, সেই ম্যাচে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা পেলেন তিন পয়েন্ট। কল্যাণীতে শেষপর্যন্ত অসম ম্যাচ ড্র হল। এর ফলে নিশ্চিত হারের সামনে দাঁড়িয়ে এক পয়েন্ট তুলে নিয়ে গেল তারাও।

প্রথম দফায় ২৪২ রানের লিড নেওয়ার পর ম্যাচে চালকের আসনে ছিল বাংলা। আগের দিন তিন উইকেটে ৯৮ ছিল অসমের রান। কিন্তু বুধবার খেলার শেষ দিন বঙ্গ বোলাররা ৬'টির বেশি উইকেট ফেলতে পারেননি। খেলা যখন শেষ হল তখন অসমের রান ২৮২/৯। যার অর্থ, এদিন তারা ১৮৪ রান যোগ করেছে।

চায়ের সময় অসমের রান ছিল ২৩৮/৬। তখনও তারা বাংলার রানের থেকে ৪ রানে পিছিয়ে। ফলে শেষ সেশনে শামি, শাহবাজরা সরাসরি জেতার জন্য মরণকামড় দেবেন এটা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তাঁদের সেই আশায় জল ঢেলে দেন এ অসমের লোয়ার অর্ডার ব্যাটাররা। শেষদিকে আব্দুল আজিজ কুড়ালশি ৬৮ বলে ২৩ নট আউট থেকে বোলারদের হতাশা বাড়িয়েছেন। শেষ ব্যাটার মুখতার হুসেন ২০ বল উইকেটে কাটিয়ে ০ রানে অপরাজিত থেকে যান। জেতার জন্য মরিয়া অভিমন্যু আটজন বোলারকে কাজে লাগিয়েও সাফল্য পাননি। অসমের ইনিংসে সবথেকে বেশি রান করেছেন ডেনিশ দাস ৭৩। তিনি ছাড়া রান পেয়েছেন সুমিত গাধিগাওকর (৬৭) ও শিবশঙ্কর রায় (৫২)। জয়ের জন্য শামি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ২৯ ওভার বল করে ৭৫ রানে ২টি উইকেট নিয়েছেন। শাহবাজ ৪ উইকেট নিয়েছেন। তিনি ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন। এলিট গ্রুপে বাংলা পরের ম্যাচ খেলবে সার্ভিসের সঙ্গে। আসন্ন মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফিতে খেলবেন শামি। সরাসরি যোগ দেবেন হায়দরাবাদে। এদিকে, অনূর্ধ্ব ২৩ এলিট ওয়ান ডে ম্যাচে মহারাষ্ট্রকে ২৪ রানে হারাল বাংলা।

ড্র করলেই শেষ আটে ইস্টবেঙ্গল

প্রস্তুতি লাল-হলুদের

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ— ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের দাপট চলছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম ম্যাচে ইরানের চ্যাম্পিয়ন ক্লাবকে হারিয়ে চমক দেওয়ার পর ইতিহাসের সামনে লাল-হলুদের প্রমিলা ব্রিগেড। বৃহস্পতিবার চিনের উহানে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনেরই উহান জিয়াংদা এফসি। প্রথম ম্যাচ ৩-১ জিতে 'বি' গ্রুপে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল। পয়েন্ট টেবল এবং টুর্নামেন্টের ফরম্যাটের বিচারে বৃহস্পতিবার উহানের সঙ্গে ড্র করলেই নক আউটের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউটে খেলার কীর্তি গড়বেন শিল্কি হেমম, ফাজিলা ইকওয়াপুটরা। চিনা ক্লাবটি পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন। শক্তিশালী দলটির বিরুদ্ধে নামার আগে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লাল-হলুদ শিবির। ড্র নয়, জিতেই কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র অর্জন করতে চান লাল-হলুদের মেয়েরা।

ইংল্যান্ডের অঙ্কে বশির

বাড়তি দায়িত্ব নিতে তৈরি, বলছেন স্টার্ক

পারথ, ১৯ নভেম্বর : পারথে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে শুক্রবার। ঘরের মাঠে খেতাব ধরে রাখতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে তাদের পেস ত্রয়ীকে একসঙ্গে পাচ্ছে না। চোটের কারণে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও জস হ্যাজলউড খেলতে পারবেন না পারথে। 'বিগ থ্রি'-র একমাত্র মিচেল স্টার্ক থাকছেন। তাঁকে অপটাসের সবুজ পিচে সঙ্গ দেবেন স্কট বোল্যান্ড এবং ব্রেন্ডন ডগেট। এমন পরিস্থিতিতে বাড়তি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে চাইছেন স্টার্ক।

৩৫ বছরের অভিজ্ঞ অস্ট্রেলীয় স্পিডস্টার আত্মবিশ্বাসী তাঁর দুই সতীর্থকে নিয়ে। স্টার্ক মনে করেন, বোল্যান্ড ও ডগেট বড় মঞ্চে নিজেদের মেলে ধরবেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই জানি প্রত্যেকের কী কাজ হবে। ওরাও নিজেদের দায়িত্ব পালন করার জন্য তৈরি। অবশ্যই আমার অভিজ্ঞতা একটু বেশি। স্কটিরও (বোল্যান্ড) অনেকদিন হল। তাই ওকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই কী করতে হবে! অভিজ্ঞতার নিরিখে আমার ভূমিকা একটু আলাদা হবেই। তবে আমরা অনেকদিন ধরেই একসঙ্গে খেলছি। একটা গ্রুপ হিসেবে সবাইকে সেরাটা দিতে হবে। টেস্টের ৪৮ ঘণ্টা আগে ১২ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। দলে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে রাখা হয়েছে অফ স্পিনার শোয়েব বশিরকে। চোট সারিয়ে ফেরা মার্ক উডও রয়েছেন দলে। এখন দেখার পারথে বশিরকে এগারোয় রেখে নামেন কি না বেন স্টোকসরা।

মাঠে ময়দানে
20 November, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপ জয়ের পুরস্কার, এক লাফে তিনগুণ বেড়ে গেল হরমনপ্রীত কৌরদের ব্র্যান্ড ভ্যালু

ইডেন হতে চায় না বর্ষাপাড়া

দলের সঙ্গে গেলেন শুভমন, খেলা অনিশ্চিত

গুয়াহাটি, ১৯ নভেম্বর : আলো একটা বড় সমস্যা গুয়াহাটিতে। বিকেলে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। তাই অন্য সব ভেনুর থেকে অনেক আগে এখানে খেলা শুরু করতে হয়। তাতে আবার অন্য সমস্যা। শিশির আর কুয়াশা মুশকিলে ফেলে।

এখন অবশ্য এটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। ইডেন বিপর্যয়ের পর নজর ঘুরে গিয়েছে উইকেটের দিকে। আরেকটা আড়াই দিনের টেস্ট কেউ চাইছে না। এটা আবার গুয়াহাটিতে প্রথম টেস্ট। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে আগে অন্য সব ম্যাচে হলেও টেস্ট ম্যাচ অবশ্যই প্রথম ও চ্যালেঞ্জ। বোর্ড সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া স্থানীয় মানুষ। তাঁর কাছে এই ম্যাচ মস্ত চ্যালেঞ্জ। ত্রিপুরার আশিস ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে এখানে উইকেট হবে।

ইডেনে ২০০ রানও তুলতে পারেনি কোনও দল। গুয়াহাটিতে লাল মাটির উইকেট কিছুটা স্বস্তি দেবে। এটা কালো মাটির মতো দুদ্দাড় করে ভাঙে না। তাছাড়া ইডেন ম্যাচ কেন, সিরিজের আগে থেকেই ভারতীয় দল বার্তা দিয়েছিল স্পিন আর পেস দুটোই চাই। এখন সবাই চাইছে খেলাটা যেন পাঁচ দিন গড়ায়। আর একটা ইডেন ম্যাচ কেউ দেখতে চাইছে না।

ভারত আর দক্ষিণ আফ্রিকা দুটো দলই বুধবার কলকাতা থেকে গুয়াহাটি এসেছে। চিরাচরিত প্রথা মেনে ক্রিকেটারদের স্বাগত জানানো হয়। দলের সঙ্গে গুয়াহাটিতে এসেছেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিলও। বুধবার সকালে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ফিজিওর তত্ত্বাবধানে দলের সঙ্গেই গুয়াহাটি যাচ্ছেন গিল। তাঁর জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম গিলের শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি খেলবেন কি না, সেই বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বুধবার গুয়াহাটি বিমানবন্দরে গিল, পন্থ, বুমরা ও জাদেজা।

গুয়াহাটিতে কিন্তু কলকাতার থেকেও বেশি ঠান্ডা। সকালের দিকে সিম বোলাররা বাড়তি সুবিধা পাবেন। গম্ভীর সিরাজ ও বুমরার সঙ্গে বাড়তি সিমার খেলাতে পারেন। সেটা আকাশ দীপ? সেক্ষেত্রে চারের বদলে তিন স্পিনার হতে পারে। কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে ভারতীয় দল বৃহস্পতিবার প্র্যাকটিসে নামার পর। বুধবার ছিল ক্রিকেটারদের ট্র্যাভেল ডে।

সাই সুদর্শনকে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে। যাকে ইডেনে প্রচুর সময় দিয়ে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করেছেন গম্ভীর। ভাবনায় দেবদত্ত পারিকালও আছেন। নীতীশ রেড্ডিও ফিরে এসেছেন। তবে প্রথম এগারো বাছাইয়ের আগে সময় আছে। টেস্ট শুরু হবে শনিবার। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য চোটের সমস্যা রয়েছে। রাবাডাকে নিয়ে সংশয়ের মধ্যে এনগিডিকে উড়িয়ে আনা হল। সাইমন হার্মারের মতো সিরিয়াস না হলেও হালকা সমস্যা আছে কেশব মহারাজ ও মার্কো জেনসেনের। তবে তাঁদের খেলা নিয়ে সংশয় নেই।

গম্ভীরকে সরানোর প্রশ্নই নেই : সৌরভ

প্রতিবেদন : ইডেন টেস্টে হারের পর প্রবল সমালোচিত হচ্ছে গৌতম গম্ভীর। তাঁর নির্দেশে তৈরি ইডেনের ঘূর্ণি বাইশ গজ বুমেরাং হয়ে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়ার জন্য। প্রশ্ন উঠেছে গম্ভীরের কোচিং দর্শন নিয়েও। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একটা বড় অংশ মনে করছেন, দল নির্বাচনে লাগাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ক্রিকেটারদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন গম্ভীর। ফলে বাড়তি চাপ নিয়ে মাঠে নামছেন।

এই পরিস্থিতিতে কোণঠাসা গম্ভীরের হয়ে ব্যাট ধরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেছেন, এই মুহূর্তে কোচের দায়িত্ব থেকে গম্ভীরকে সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। গত ইংল্যান্ড সফরে এই দলটাই অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। গম্ভীর ও শুভমন, দু'জনেই কোচ এবং অধিনায়কের দায়িত্ব দারুণভাবে পালন করেছিল। আমার বিশ্বাস, ভারতের মাটিতেও এই জুটি সফল হবে।

সৌরভ আরও বলেন, তবে ভারতীয় দলের উচিত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা। দেশের মাটিতেও স্পোর্টিং উইকেটে খেলতে হবে। ওদের মনে রাখা উচিত, টেস্ট ম্যাচ জেতার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। প্রথম ইনিংসে বড় রান উঠবে। প্রতিপক্ষ দলও লড়াইয়ে থাকবে। তবে দেখা যাবে, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি হঠাৎ করেই আমূল বদলে গিয়েছে। এটাই সাধারণত ভারতের মাটিতে আয়োজিত টেস্ট ম্যাচে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। সৌরভের সংযোজন, আমি বিশ্বাস করি, স্পোর্টিং পিচেও এই ভারতীয় দলের বোলিংয়ের ক্ষমতা রয়েছে বিপক্ষের ২০ উইকেট তোলার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভালে বা এজবাস্টনে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। ভারতে বল পুরনো হলে রিভার্স স্যুইং করবে। ফলে মানসিকতাতে বদল আনতে হবে।

টি-২০ সিরিজে ফিরছেন হার্দিক

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর : চোট সারিয়ে ফের ২২ গজে ফিরতে তৈরি হার্দিক পান্ডিয়া। সবকিছু ঠিক থাকলে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজেই ফের টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে তারকা অলরাউন্ডারকে। গত এশিয়া কাপে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। তার পর থেকেই তিনি মাঠের বাইরে। এই মুহূর্তে অবশ্য রিহ্যাব শেষ করে নেটে ঘাম ঝরাচ্ছেন হার্দিক। এদিকে, ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। তবে ওই সিরিজে হার্দিকের খেলার সম্ভাবনা নেই। বরং তাঁকে টি-২০ সিরিজের জন্যই ভাবা হচ্ছে। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে ৯ ডিসেম্বর থেকে। আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে হার্দিককে সেরা ফর্মে পেতে মরিয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশ্বকাপের আগে মাত্র ১০টি টি-২০ ম্যাচ পাচ্ছে ভারত।

লাল বলে সফলদেরই টেস্টে চান গাভাসকর

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর : পাঁচ দিনের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের মানসিকতার বদল চাইলেন সুনীল গাভাসকর। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে আড়াই দিনে প্রথম টেস্ট হেরে যাওয়ার পর তিনি কোচ ও নির্বাচকদেরও দল গঠনের ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবতে বলেছেন।

গাভাসকর লিখেছেন, ইডেনের হারের পর কোচ এবং নির্বাচকদের বর্তমান রাস্তা থেকে সরে টেস্টের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটের দিকে চোখ রাখতে হবে। লিমিটেড ওভার অলরাউন্ডারদের ছেড়ে ঘরোয়া লাল বলের পারফর্মারদের নজরে আনতে হবে। নাম না করে তিনি বলেন, টেস্ট ক্রিকেটে স্পেশালিস্টকেই খেলাতে হবে। যাদের মধ্যে ধৈর্য ও শৃঙ্খলা আছে। ইগো আর স্বল্প সময়ের ফর্ম দেখে প্রভাবিত হলে চলবে না।

গাভাসকর লিখেছেন, ইডেনে তিন দিনেরও কম সময়ে হারে ব্যাটারদের ঘরের মাঠে স্পিনের বিরুদ্ধে দূর্বতা আরও প্রকট করেছে। একটা জিনিসও স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা বাইরের আন্তর্জাতিক ম্যাচকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঘরের মাঠে ঘূর্ণি উইকেটে খেলার অভিজ্ঞতার অভাবে ভুগছে। স্পোর্টসস্টার-এ তিনি এও লিখেছেন, সমস্যার সমাধানে ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করা ব্যাটারদের উপর ভরসা করতে হবে। যারা শুকনো ও লো উইকেটে ভাল করে। আন্তর্জাতিক প্লেয়াররা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সময় পায় না। সমস্যা এখানেও।

সানি মনে করিয়ে দেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলাররা কখনও দাপট দেখাবে। ইগো ঝেড়ে ফেলে সেটা মেনে নিতে হবে। তাদের পাল্টা মারতে যাওয়া বিপদ ডেকে আনা। তাঁর কথায়, টেস্ট ব্যাটিংয়ের মুল ব্যাপার হল ধৈর্য। রানের জন্য অপেক্ষা করা। কোচ ও নির্বাচকদের সতর্ক করে সানি এরপর বলেছেন, টেস্ট অলরাউন্ডারকে ব্যাটে বা বলে শক্তিশালী হতেই হবে। সামান্য রান বা সামান্য উইকেটে দলের দরকার মিটবে না। একজন ব্যাটার যে দরকারে বল করে দেবে বা উল্টোটা হলে সেটা দলের জন্য ভাল হয়। ভারতের পরের হোম সিরিজ এক বছর পর। গাভাসকর সতর্ক করে বলেছেন, দল নির্বাচনে দর্শন ও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। যদি এভাবেই টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে লিমিটেড ওভার ক্রিকেটগুলিয়ে যায় তাহলে ভারত হয়তো আবার টেস্ট ফাইনাল মিস করবে।

যুব বিশ্বকাপে আলাদা গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান

দুবাই, ১৯ নভেম্বর : আগামী বছর বড়দের টি-২০ বিশ্বকাপের আগেই হবে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ। বুধবার টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করল আইসিসি। বড় চমক, ভারত ও পাকিস্তান এক গ্রুপে নেই!

ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ যবে থেকে বন্ধ হয়েছে, তবে থেকেই আইসিসি বা এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের টুর্নামেন্টে দুই প্রতিবেশী দেশের একই গ্রুপে থাকা কার্যত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন এবছরই এশিয়া কাপে তিন-তিনবার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। কিন্তু এবার ছোটদের বিশ্বকাপে সেই পথে হাঁটল না আইসিসি। ভারতকে রাখা হয়েছে এ গ্রুপে। আর পাকিস্তান রয়েছে বি গ্রুপে। ফলে নকআউট ছাড়া দু'দলের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আগামী বছরের ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ছোটদের বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্ট হবে নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতে। ফাইনাল ৬ ফেব্রুয়ারি। টুর্নামেন্টের ১৬টি দলকে মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ, আমেরিকা ও নিউজিল্যান্ড। বি গ্রুপে জিম্বাবোয়ে, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তান। সি গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জাপান ও শ্রীলঙ্কা। ডি গ্রুপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান ও তানজানিয়া। ১৫ জানুয়ারি আমেরিকা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। চারটি গ্রুপের সেরা তিনটি করে দল যাবে দু'টি সুপার সিক্সে। অর্থাৎ সুপার সিক্সের দু'টি গ্রুপে ছ'টি করে দল খেলবে। সেখান থেকে দু'টি গ্রুপের সেরা দু'টি করে দল উঠবে সেমিফাইনালে।